রুদ্র-লীলা

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘটক

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—
আষাঢ় ঃ ১৩৬৭

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্.-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

দাম—

প্রশস্তি

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘটক প্রণীত রুদ্র-লীলা নাটকখানির বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে গৃহীত। শিবের বরে বিশ্বকর্ম্মার, নাটকে ত্বষ্টা নামে পরিচিত, বৃত্রাসুর নামে অজেয় পুত্র লাভ, তার স্বর্গ জয় অবশেষে তার পতন—এই হচ্ছে নাটকের মূল কাহিনী। এ কাহিনী নিয়েই হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার আখ্যায়িকা কাব্য লিখিত। তবে সেখানা কাব্য, এখানা নাটক।

রুদ্র-লীলা নাটকে একটি নীতিকথা আছে। শিবের বরে অজেয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে নৈতিক মূল্যের উপরে চরাচরের নির্ভর, সে মূল্য লঙ্ঘন করবার অধিকার দিতে স্বয়ং মহাদেবও অক্ষম। সেই নৈতিক মূল্য লঙ্ঘন করবার ফলেই বৃত্রের পতন ঘটলো। এই সতর্কবাণী পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে যেমন সত্য এ যুগের পক্ষেও তেমনি। সেইজন্যই বর্ত্তমান নাটকখানি বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ নৈতিক মূল্যকে অস্বীকার করবার একটা ঝোঁক এ যুগে বিশেষ লক্ষণ।

নাটকখানির কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র স্ফুরণ, ভাষার বিষয়োপযোগিতা উল্লেখযোগ্য। পাঠক বা দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে রাখবার ক্ষমতা আছে। যাত্রার আসরে ও থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে, কিম্বা পেশাদার বা শৌখিন দলে সর্ব্বত্র নাটকখানি অভিনয় হওয়ার যোগ্য। নাটকের গানগুলি সুলিখিত। রুদ্র-লীলা নাটকের যাত্রাপথ সুগম ও সফল হোক কামনা করে এই কয় ছত্র প্রশস্তিরূপে লিপিবদ্ধ করলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নিবেদন

রুদ্র-লীলা পৌরাণিক নাটক। ঋগ্বেদ ও মহাভারত হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত। দেবাদিদেব মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া দেবতা, দানব ও মানবকে লইয়া এই নাটকের আখ্যান বস্তু। বলা বাহুল্য নাটকের প্রয়োজনে কল্পনার আশ্রয় অবলম্বিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে অমর কবি হেমচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করি।

রুদ্র-লীলা ঢাকুরিয়া বান্ধব সমাজ কর্তৃক "দধীচি" নামে বিভিন্ন আসরে বহুবার প্রশংসাব সহিত অভিনীত হইযাছে। এই নাটক প্রযোজনায় সমাজেব সভ্যগণেব ও শ্রীযুক্ত শান্তি ভট্টাচার্যের উদ্যম কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে স্মরণ করি।

নাটকখানি অন্যত্রও সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। স্বল্প চবিত্র বিশিষ্ট ও খুঁটিনাটি বর্জিত বলিয়া সহজে অভিনয করা যায়।

আমার অনুজ স্বর্গীয় অনুপমের সুরে রুদ্র-লীলার সঙ্গীত সমৃদ্ধ। স্বর্গীয় শৈলেন রায, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শান্তি ভট্টাচার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই নাটকের সঙ্গীত বচনা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবিযাছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণী।

শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্মরণ কবি আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপ্রতিম সেই সকল প্রতিভাবানদের যাঁহারা এই নাটক সম্পর্কে আমাকে অযাচিতভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়া অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীগুরু লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। নাটকখানি প্রকাশ বিষয়ে ইঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে রুদ্র-লীলার প্রশস্তি রচনার জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘটক

রুদ্র-লীলা

পাত্র ঃ

মহাদেব
নারদ
ইন্দ্র
ত্বষ্টা
জয়ন্ত
নন্দী
বৃত্রাস্থর
রুদ্রপীড়
দধীচি
অবোধাস্থর
নির্বোধাস্থর
চিত্তদেব

পাত্রী ঃ

শচীদেবী
ঐন্দ্রিলা
ইন্দুমতী

* 'ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রনির্মাতা পুরাণের বিশ্বকর্মা। ইনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেন'—ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল, ৩২ সূক্ত।

ত্বষ্টার অস্থরী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে ইন্দ্র বধ করেন। ত্বষ্টার শিব আরাধনা

—কাশীরাম দাস

শিবের ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম।

প্রণাম

ওঁ নমঃ। শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়

[নাবদ ও নন্দীব মহাদেবেব ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ]

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব — কে কাঁদে ?
কে ডাকে ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কে ডাকে আমায় ?
ব্যথা ভরা হিয়া,
একান্ত পরাণে,
'অগতিব গতি' বলি,
শঙ্করে কে করে স্মরণ ?

নন্দী — প্রভু ! ইষ্টদেব !

মহাদেব — প্রভু ইষ্টদেব মানি,
ভক্তি ভরে, মনে প্রাণে—
যে পূজে আমায়।
'তুমিই সর্বস্ব' জ্ঞানে,
অসংশয়ে,
নিজেরে সঁপিয়া দেয় উদ্দেশ্যে আমার,

	কল্যাণ কারণ তার,—
	ব্যাপ্ত আমি জগৎ মাঝার।
	ওরে, আয়—আয়,—
	আর নাহি ফেল আঁখি জল।
	নন্দী !
নন্দী	প্রভু, পরম ঈশ্বর !
মহাদেব	দূরে, বহুদূরে,—
নন্দী	ধূমরাশি ঢেকেছে আকাশ,
	অগ্নিশিখা উঠিছে গগনে।
মহাদেব	হোমানলে উদ্ভাসিত দিশি—
নন্দী	করি অনুমান,
	মহাযজ্ঞ এক হয় অনুষ্ঠান—
মহাদেব	'শিব-শিব' বলি,
	আমারই চরণে— ;
	পূর্ণাহুতি করিল প্রদান !
	তৃপ্ত আমি—তৃপ্ত আমি !
নন্দী	কেবা ঐ যোগী ?
	উন্মাদের প্রায়—
	বক্ষ চাপি ধরি,
	কভু কাঁদে—
	কভু ঊর্ধ্ব দিকে চায়,
	কি জানি কি আকুতি জানায় !
	প্রভু, প্রভু—
	কেবা ঐ ঋত্বিক ?

মহাদেব
ত্বষ্টা ঐ বিশ্বকর্মা,
শ্রেষ্ঠ শিল্পী রূপে
খ্যাত যিনি ত্রিভুবনে !
আহা,—
সৃজনী প্রতিভাদীপ্ত,
হের ও শ্রীমুখ মণ্ডল,—
কত দুঃখে হয়েছে মলিন !
নিত্য নব সৃষ্টির আনন্দে বিভোর—
ও নয়ন হ'তে,
অশ্রুধারা ঝরে অবিরাম !
ওরে ভক্ত, ওরে প্রিয়,—
আয়, আয়—
আমিই দেখাইব পথ,
সত্যপথ—মুক্তির উপায় ।

নন্দী
তোমারই কৃপায় প্রভু—
মূক পায় ভাষা, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি !
ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহ,
তবু কৈলাস শিখর পানে—
স্থির দৃষ্টি রাখি হন আগুয়ান !
শিলা, উপশিলা—
বন, গিরি-নির্ঝর—
ফেলিয়া পশ্চাতে—

মহাদেব
দেবতা ! সকল হ'তে বড়,
সর্বগুণাধার, জ্ঞানের ভাণ্ডার,

তবু পুত্র শোকে
গৃহীসম কত বিচঞ্চল !
হায় ইন্দ্র !
কেন নিলে ত্রিশিরার শির ?
বিনাদোষে কেন বা বধিলে ত্বষ্টাপুত্রে,
পরম ধার্মিকে,—
শাস্ত্রপাঠ, বেদগান,
আছিল যাহার কর্তব্য প্রধান ?
ত্বষ্টারে আমি কেমনে করি নিবারণ !
নন্দী, যাও ত্বরা করি,
যাও ভক্ত ত্বষ্টার নিকট,
যত্ন করি, হাতে ধরি—
ওরে হেথা করো আনয়ন।
ও যে ভক্তিডোরে বেঁধেছে আমায় !

[প্রস্থান

নন্দী ত্বষ্টা !
তুমি ভাগ্যবান মহা—
মহেশেরে করিয়াছ বিচলিত অতি !
ধন্য তুমি—
ধন্য তব অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তিকণা !

গীত

ওগো লীলাময়,
তোমার লীলা যে বুঝিতে পারি না হায়
কখন ভাঙ্গিয়া কখন আবার গড়।
কভু জ্বালা, কভু কৃপায় তোমার
কারো হিয়া মরু সুধা শ্যামলিম কর।
তুমি যে চালাও চলি আমি তাই
তুমি বিনা আর মোর কোন গতি নাই
দুঃখে যখন ভেঙ্গে পড়ি গো
মোরে নব প্রেরণায় ভর।

[প্রস্থান

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা ত্রিশিরা, ত্রিশিরা—
ওরে প্রাণাধিক!
দেবকার্য সাধন রত তনয় আমার,
অমরের হিংসাপাত্র হ'য়ে—
বিনা দোষে দিলি প্রাণ—
ইন্দ্র তোর বধিল পরান!
ওগো দয়াময়!
একি অত্যাচার—
পুত্রহারা আমি!
ত্রিশিরা, ত্রিশিরা—

হে দেবাদিদেব, মহাদেব,
ভোলানাথ, আশুতোষ,—
স্বল্পে তুষ্ট তুমি চিরদিন !
দয়া কর, কর দয়া প্রভু,
ফিরে দাও সন্তানে আমার।
ত্রিশিরা, ত্রিশিরা—
এই বক্ষে ফিরে আয় পুনঃ—
আয়রে দুলাল আমার,
সুকুমার, সুকোমল—
না না—নহে সুকুমার, সুকোমল,
নহে শাস্ত্রবিদ্—
নহে'ক ধার্মিক রূপেতে,
শক্তিমান, তেজবলে বলীয়ান—
দয়ামায়াহীন—
অসুরের রূপে আয়,—
রুদ্রের প্রসাদে আয়,—
ওরে আয় রুদ্ররূপে !

(নন্দীর পুনঃ প্রবেশ)

কে,—কে তুমি ?
নন্দী চিনিলে না ?
চিনিবে না তুমি,
সে পদ্মচরণ ছাড়া—
আজি কিছু নাই মনে !

ত্বষ্টা কে গো এলে ঈশ্বর করুণা ?
দেখি, দেখি মিলাইয়া,
হাঁ-হাঁ—ঠিক-ঠিক,
অনুমান নহে মিথ্যা মোর,—
তোমারই মাঝে দেখি মহেশ সন্ধান ;
শিব-শিব— !

নন্দী শিব—শিব— !
আমারই মাঝে পাইয়াছ মহেশ সন্ধান ?
শ্রেষ্ঠ শিল্পী ত্বষ্টাদেব !
দৃষ্টি কেন আচ্ছন্ন তোমার ?
ভৃত্য আমি,
কর্ম মোর প্রভু গুণগান।
গুণের অতীত তিনি
গুণের আকর—
নির্গুণে সগুণ তিনি দুঃখ হরণ।

নন্দীর গীত

মহাদেব বিনা কে দুঃখ হরে
ওযে দুঃখহরণ
মায়া অন্ধকারে যার জ্যোতি ঝরে
ও যে রজতবরণ।
ও অন্ধমনে আনে বরাভয় আর
সে আর্তজনে ঢালে শান্তি জোয়ার
ও যে প্রেমের দায়ে শিরে গঙ্গা ধরে
সে যে ভকতশরণ।

ত্বষ্টা — শুনে নাম সার্থক পরাণ,
পাই যেন নব বল হৃদে।
কিন্তু অবসন্ন দেহ মোর,
কাঁপে কলেবর!

নন্দী — এসো দেব, এসো ভক্ত,
আমার প্রভুর
একান্ত অনুরক্ত।
ধর হাত,
তোমার সকল অবসাদ,
শিব নামে হ'য়ে যাক—
অনন্তে বিলীন!
ভালো কার্যে পাঠাইলে ধাতা,
ভক্তেরে লইয়া চলি ভগবান কাছে

ত্বষ্টা — দেখা দাও, দেখা দাও।
প্রভু বিশ্বেশ্বর!

[উভয়ের প্রস্থান

(নারদের প্রবেশ)

নারদ — মায়া ডোরে গাঁথা এ জগৎ
মায়ার প্রভাবে অনর্থ উদ্ভব।
ন্যায়হীন এক আচরণে
বহু অন্যায় হয় সংঘটন।
তবু কেহ বুঝেও বুঝে না।
নিজেরে লইয়া ব্যস্ত
মোহগ্রস্ত—

আপনাতে আপনি বিভোর।
প্রতিকার কতদিনে কে করিবে এর '
কত দিনে হিংসা-দ্বেষ ভুলি,
আত্ম-পর মিলি,
এক সাথে—
সবে হ'য়ে এক যাপিবে জীবন ?

নারদের গীত

ভগবান তুমি মায়া মোহ কর দূর
প্রেম অমৃতে জীবন বীণায়
ভরে তোল নব সুর।
কালিমা কলুষ হৃদয় গহনে
আন জ্যোতি অগ্নি দহনে
চিত্ত আমার তোমারই পরশে
ক'রে তোল সুমধুর।

[প্রস্থান

(ত্বষ্টার পুনঃ প্রবেশ)

ত্বষ্টা দেখা দাও, দেখা দাও,—
প্রভু বিশ্বেশ্বর !
বড় জ্বালা—প্রতিহিংসা জ্বালা—
সর্ব শক্তি মোর ক'রেছে বিকল !
দয়া কর, ওগো দয়াময়,
এখনও কি হয়নি সময় ?
যাগ—যজ্ঞ—ভজন—সাধন—

(মহাদেবের পুনঃ প্রবেশ)

মহাদেব সাধনায় তুষ্ট আমি তোর,
চাহ বর যেবা ইচ্ছা হয়।

ত্বষ্টা আসিয়াছ দেব !
আসিয়াছ প্রভু সম্মুখে আমার !
কৃপা করি দিলে দরশন।
চাহ দিতে বর ?
তবে ফিরে দাও মোরে—

মহাদেব কি চাহ ফিরায়ে ?

ত্বষ্টা পুত্রে ফিরে দাও,
প্রভু মৃত্যুঞ্জয় !

মহাদেব তাই হবে।

ত্বষ্টা তাই হবে ?
পুত্র ফিরে দিবে ?
তবে দাও বল, তেজ দাও তারে।
নব কলেবরে দাও প্রমত্ত বিক্রম,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যেন
পারে সে করিতে হরণ !

মহাদেব তাই হ'ক।
পুত্রে ফিরে নাও—
আকাঙ্ক্ষা তব হউক পূরণ !
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন ;
কামনা করিয়া পুত্রে—

মম তৃপ্তি হেতু,
পূর্ণাহুতি যেই যজ্ঞে
ক্ষণ আগে করেছ প্রদান,
বৃত্তাকার সেই যজ্ঞকুণ্ড হ'তে—
উদ্ভূত অসুর,—বৃত্রাসুর নামে,—
সর্বাঙ্গে লইয়া পূর্ণ যৌবনকান্তি,
তেজ বীর্যে পূর্ণ হয়ে—
তব পুত্ররূপে—
এই মাত্র লভুক জনম।

(বৃত্রাসুরের আবির্ভাব)

বৃত্রাসুর — হাঃ হাঃ হাঃ—

ত্বষ্টা — ত্রিশিরা—পুত্র, বৃত্রাসুর—পুত্র—

মহাদেব — কিন্তু আছে মাত্র দুই
নিষেধ আদেশ।

[বৃত্রাসুরের অন্তর্ধান

ত্বষ্টা — নিষেধ আদেশ ?

মহাদেব — নীচ মন, নীচ প্রাণ,
নীচ বৃত্তিতে হইয়ে চালিত,
নীচ কার্য কোন,
জগতের চক্ষে যাহা হেয় চিরদিন,
যেন না করে দানব,
কিম্বা তার না হয় সহায়!

ত্বষ্টা — অবশ্য অবশ্য।
মোর পুত্র কভু—

করিবে না নীচ কার্য :
আমি তারে করিব নিষেধ।

মহাদেব — দ্বিতীয় নিষেধ আমার—

ত্বষ্টা — বল, বল, প্রভু।

মহাদেব — তোমা সনে তার,—
যেন না হয় মিলন !

ত্বষ্টা — আমা সনে— ?

মহাদেব — মিলন যেন না হয় কভু
তোমা সনে তার।
থাকে যদি অদৃষ্ট লেখন,
উভয়ের পরিচয় পিতাপুত্র রূপে,
রাখিও স্মরণে,—
সে মিলন হবে অতি ক্ষণস্থায়ী,
পরস্পারে বাঁধিবে না
প্রীতির ঈপ্সিত বন্ধনে,
স্নিগ্ধরসে জুড়াবে না প্রাণ ;
বিপরীত পথগামী হইয়া দুজনে,
সুখশান্তি দিবে বিসর্জন।

ত্বষ্টা — সুখশান্তি দিব বিসর্জন—
পুত্র মুখ করি নিরীক্ষণ ?
হে পরম পিতা—

মহাদেব — তব বাসনা করিতে পূরণ,
অমঙ্গলে করিতে মঙ্গল
মাত্র এই দুই নিষেধ আদেশ।

ত্বষ্টা বুঝিতে অক্ষম আমি
দেখিব না পুত্র মুখখানি
ধরিব না বুকে—

মহাদেব নীচ গতি পুত্র সনে—
পিতার মিলন,
মহা আবর্তের এক করিবে সৃজন।
মুহূর্তে উঠিবে জ্বলি—
প্রদীপ্ত অনল,
তাহারই সুযোগ লভি,
ইন্দ্র যদি কোন কালে—
দাঁড়ান আসি সম্মুখে তোমার,
উভয়ের সেই সে মিলন হতে,
জেনো স্থির,—বৃত্রের সংহার।

[প্রস্থান

ত্বষ্টা প্রভু! প্রভু!
বর দিলে, লভিনু তনয়,—
এতই করুণা যদি করিলে আমায়,
তবে কেন এই নিষেধের নিগড় গড়ি—
পিতা পুত্রে ব্যবধান করিলে রচনা?
এযে প্রভু, পুত্র দিয়ে,—
পুনঃ পুত্রহারা করিলে আমায়।
কি করিলে তুমি শ্মশানেশ্বর!

[প্রস্থান

(চিত্তদেবের প্রবেশ)

গীত

সাগর জলে ডুব দিয়ে হায়,
ঝিনুক নিলি ভুলে
পাশে ছিল রত্নখনি
দেখলি না চোখ তুলে।
প্রদীপ দেখে ভ'রল আঁখি
সূর্য দেখা রইল বাকী
কূলের ধাঁধায় রইলি বাঁধা
এসে অকূল কূলে।
মরীচিকার অনুরাগে ধারা জলের গান
শুনলি না হায় খেয়াল বশে
বন্ধ রেখে কান।
মোক্ষ লাভের মন্ত্র সেধে
মায়ার পায়ে ধরলি কেঁদে
রূপের মেলায় অরূপ মিলায়
যোগের বাঁধন খুলে। [প্রস্থান

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্রাসুর — শিব-শম্ভু!
কে আমি?
দেব, দৈত্য, মানব না দানব?
অতি স্পষ্ট কে যেন কয়ে গেল কানে—
নাম মোর বৃত্রাসুর!
অসুর-অসুর—

তাই বুঝি এত বল—
এত তেজ ধরি এই দেহে !
দৈত্যকুলে লভেছি জনম,
লক্ষ্য মোর দেবতা দলন !
কে হাসে অদূরে ? স্নেহমাখা হাসি !
দূরে চলে যায়।
কেন নাহি আস সম্মুখে আমার ?
কে—কে ? না-না—ভ্রম-ভ্রম—
কেহ নাহি নিকটে আমার !
একা আমি !
হিংসা জাগে মনে,—
স্বর্গ, দেবতা, ইন্দ্র,—ইন্দ্র ?
কি ছার সে ইন্দ্র,—
কত শক্তি ধরে সেই দেবতার রাজা,
নাহি পরিত্রাণ কভু বৃত্রাসুর করে !
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আমি করিব হরণ ;
স্বর্গ রাজ্য অবশ্য জিনিব।
শিব শম্ভু।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

(অবোধাসুর ও নির্বোধাসুরের প্রবেশ)

অবোধাসুর — জয় অসুররাজ বৃত্রাসুরের জয়।

নির্বোধাসুর — ও দাদা, একটু দাঁড়ানা বাবা। বলি তুই হলি কি? হাঁটতে জানিস না? কেবল দৌড়? হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণ যে যায়। যুদ্ধ করতে এসে দেখছি বিপদে পড়লাম।

অবোধাসুর — ওরে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই যুদ্ধ। চোখের সামনে দেখলি ত, প্রভু বৃত্রাসুর, কত অল্প সময়ের মধ্যে, শুধু যুদ্ধ করে করেই আমাদের এই অসুর জাতটাকে পাতাল থেকে স্বর্গে নিয়ে চলেছেন।

নির্বোধাসুর — সেই জন্যই তো বলি, দেবাসুরের এই বিষম যুদ্ধ না বাধালেই ছিল ভাল, হুট করে স্বর্গে যাওয়াটা শুভকর্ম নয়।

অবোধাসুর — কেন অশুভ কিসে? এই ত সুযোগ! দেবতাদের সব অত্যাচার অবিচারের দিন শেষ। মনে কর দেখি সমুদ্র মন্থন হল, অমৃত উঠল, বিষও উঠল, দেবতারা নিলেন অমৃত, আর বিষের বেলা অসুর।

নির্বোধাসুর — তা হক, ওকথা মনে রাখিস না। ওরা ত আমাদের পর নন— নিকট আত্মীয়। ওটুকু সহ্য করতে হবে বৈকি।

অবোধাসুর — জানি, তুই বলবি, আমরা সকলেই সেই এক কশ্যপের সন্তান। অসুরেরা দিতি আর দেবতারা অদিতি মায়ের ছেলে

নির্বোধাসুর — নিশ্চয়ই, দেবতারা আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই।

অবোধাসুর বৈমাত্রেয় ভাই-ই বটে, আমাদের রসাতলে পাঠিয়ে দেবতারা চিরকাল স্বর্গ উপভোগ করতে থাকলেন। দেবতারা অতি হীন, নীচ, স্বার্থপর।

নির্বোধাসুর মিথ্যে চটিস ভাই। ঐ দেবতারা আবার মাঝে মাঝে এগিয়ে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করতে, আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে। শোন, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী—ঐ শচী দেবী—তিনিও ত পুলমন কন্যা পৌলোমী।

অবোধাসুর পূর্বকার অসুর সম্রাট পুলমন কন্যা পৌলোমী। শচী তো তাহলে আমাদেরই হে।

নির্বোধাসুর তবে আর বলছি কি? ওরে দাদা, তোমার শ্যালীটি, বাবা, ঐ বিকটদশনা যে রকম ভয়ানক সুন্দরী আর ডাগর ডোগরটি হয়েছে দেখলাম, ভবিষ্যতে কোন দেবতা যদি—

অবোধাসুর অনুগ্রহ ক'রে বিয়ে করেন?

নির্বোধাসুর তোর কপাল ফিরবে।

অবোধাসুর শ্যালীর বিয়েতে তোর কপাল ফিরুক। ওরে চিরকাল আরামে সহজ জীবন যাপন ক'রে ক'রে, দেবতাদের কি আর কারোর কথা মনে থাকে?

নির্বোধাসুর থাকে রে থাকে। সব দেবতা সমান নয়। ত্বষ্টা দেবতা, ঐ বিশ্বকর্মা, তিনি ত অসুরের ঘরে এক বিয়ে করেছিলেন। কোনদিন ভুলতে পেরেছেন সে সম্পর্ক? অসুর পত্নীর একটি ছেলে হয়েছিল, কি ভালই বাসতেন তাকে। তপস্যা ক'রে যদি সে দেবত্ব পায় এ কারণে ইন্দ্র তাকে বধ করেন। মৃত পুত্রের পক্ষ নিয়ে, দেবতা হয়ে, তিনি দেবতাদের সঙ্গে

শত্রুতা পর্যন্ত করেছেন। দেবতাদের প্রতি ক্রোধে, ঘৃণায় ত্বষ্টাদেব শুনেছি স্বর্গ ছেড়ে চলে গেছেন।

অবোধাসুর শুধু তোমার ঐ এক ত্বষ্টাদেবকে নয়, এবারে সব দেবতাকে স্বর্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অসুরবাহিনীর সম্মুখে, প্রভু বৃত্রাসুরের কালকের ঘোষণা শুনিস্ নি ?

নির্বোধাসুর কোন ঘোষণা দাদা ? তিনি আবার কি বলেছেন বাবা ?

অবোধাসুর তিনি বলেছেন আমরা স্বর্গের অতি নিকটে এসে পড়েছি। স্বর্গে যেতে আর কতক্ষণ !

নির্বোধাসুর স্বর্গে যেতে যে আর বেশীক্ষণ নয়, সে তো স্পষ্ট বুঝতে পারছি। যে রকম তরোয়ালের ঝন্‌ঝনানি, বর্ষা ছোড়ার শন্‌শনানি আর ধনুক তীরের বন্‌বনানি, আর রক্ষা নেই. যাবো একেবারে স্বর্গে যাবো।

অবোধাসুর প্রাণ নিয়ে দেখছি তোর প্রাণান্ত !

নির্বোধাসুর প্রাণে বাঁচলে নরকে যেতেও আমি প্রস্তুত, বেঁচে থাকতে, তোদের এই স্বর্গযাত্রায় আমি নেই।

অবোধাসুর ওরে নরকে বিষ, স্বর্গে অমৃত, বিষে বাঁচবি কতক্ষণ ? স্বর্গে গিয়ে পেটে অমৃত খেয়ে, গলায় পারিজাতের মালা ঝুলিয়ে—

নির্বোধাসুর পারিজাতের মালা ?

অবোধাসুর আয় সঙ্গে আয়, স্বর্গে গিয়ে আমি নিজে তোর গলায় পারিজাতের মালা গেঁথে পরিয়ে দেব।

নির্বোধাসুর সে কাজটি তোমার না করলেও চলবে। স্বর্গে যদি কোনরকমে একবার স্বশরীরে পৌঁছুতে পারি, যে আমার গলায় মালা দেবে, তাকে আমি নিজেই দেখে বেছে নেব। তুই কেবল, আমায় উর্বশী, মেনকা, রম্ভাদের নাচ গানের আসরটা চিনিয়ে

দিবি—ব্যস,—আর তোকে কিছু করতে হবে না,—আমি সব করে কম্মে নেব।

অবোধাসুর ঐরাবতে চড়বি না?

নির্বোধাসুর ঐরাবত হাতী; তা চড়তে পারি, আগে তুই উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে যদি একবার অপ্সরাদের আস্তানা ঘুরিয়ে আনতে পারিস—তারপর—

অবোধাসুর তারপর—তারপর—আমরা একদিন নন্দন কাননের ভিতর দিয়ে কুসুমাস্তীর্ণ পথ বেয়ে, ঘ্রাণে পাগল কস্তুরী মৃগসম,—ধীরে ধীরে, অপূর্ব সব দৃশ্য দেখতে দেখতে, এগিয়ে মন্দাকিনীর তটে পৌঁছাব। স্নানরতা অনন্তযৌবনা দেববালা—

নির্বোধাসুব না! আগে কল্পবৃক্ষের সন্ধান! ভিক্ষা করে কুবেরের ভাণ্ডার জমিয়ে নিতে হবে না? হাত ভারি থাকলে, তবে তো মজা।

অবোধাসুর নিশ্চয়ই, কল্পবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে জোড় হাতে ভক্তিভাবে—গদ-গদ্ স্বরে, শিখে—নে—

নির্বোধাসুর (চেষ্টা ক'রে) লোভ দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে মজা দেখছ? দেখ দাদা, আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি বাবা, স্বর্গে যদি একান্তই যেতে হয়, তোমায় আগে সেখানে পাঠিয়ে, কায়েম করে, তারপর ওরে দাদা—আমার ভাগ্যে যা আছে বাবা—

অবোধাসুর নির্বোধে, কাঁদিসনি, হাস, বেশ করে প্রাণ খুলে হাস। স্বর্গে যে যায় সে হাসে—যে যায় না কান্নার পালা তার।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ

(ইন্দ্র, শচী ও জয়ন্তের প্রবেশ)

ইন্দ্র — চিন্তামাত্র হায় আজি সম্বল আমার।
নাহি জানি কতদিনে,
অসুরের আক্রমণ হতে পাব পরিত্রাণ ?
প্রতিদিন আসে বৃত্র দৈত্যরাজ,
প্রতিদিন করিছে নিষ্ফল—
দেবের সকল সমরায়োজন !
অক্ষম দেখি আজি দেবতা মণ্ডল,
প্রতিহত করিবারে দানবের দলে !

শচী — অসুর সমাজ যেন
মহাশক্তি করিয়া হরণ,
আপন উদ্দেশ্যে তাহা করে আরোপণ !
মহাবলে বলীয়ান—দর্পী বৃত্রাসুর,
নাহি জানি কি অনর্থ ঘটাবে এবার !
হে দেব, স্থানত্যাগ বিনা—
নাহি দেখি কোন গতি আর।

জয়ন্ত — স্থানত্যাগ ?
একি কথা শুনাইলে মাতা ?
জান না কি, বুঝনা জননী,
কত ব্যথা বাজে বুকে,—

একবার করিলে স্মরণ—
স্বর্গহারা মোরা ?
দেবাসুরে বেঁধেছে সংগ্রাম,
আজি মোরা যদিও বিজিত—
কল্য হ'তে পারি জয়ী।
নাহি জানে কেহ
ভবিষ্যৎ গর্ভে কি আছে নিহিত।

ইন্দ্র — কুমার !

শচী — জয়ন্ত !

জয়ন্ত — মাতা অমরাবতী !
আশৈশব যাঁর কোলে হয়েছি বর্ধিত,
প্রতি পলে,
নানা মূর্তি ধরি সম্মুখে সবার—
আশিস ধারায় ঘেরি—
সন্তানেরে করেছে চঞ্চল,
শত্রু হস্তে তুলে দিয়ে—
সেই জন্মভূমি মারে,
কোন প্রাণে, কহ গো জননী,
করি স্থানত্যাগ,
দূরে যাবো চলি ?

ইন্দ্র — আজি যেতে হবে দূরে।
ত্যাগ বিনা পরম সম্পদ—
বিশ্ববাসী পারে কি লভিতে ?
স্বর্গচ্যুতি বেদনা ব্যথার,

তীব্র হয়ে উঠুক সবার।
সর্বশক্তি করিয়া নিয়োগ
অসুরে প্রদানি শাস্তি,
দেবের স্বাধিকার,—
সুপ্রতিষ্ঠিত করিব আবার।

শচী — নাহি জানি কবে—
দেব রাজ্য মাঝে আসিবে সেদিন,
অসুরগণে করি বিতাড়িত,
অমর চিত্ত হবে ভয়-ভাবনাহীন :

জয়ন্ত — আসিবে সেদিন মাতা—
নিশ্চয় আসিবে।
অমরার পরাজয় ত্রিজগৎ মাঝে—
পরম বিস্ময় !

ইন্দ্র — জানি, অমরার পরাজয়—
অতীব বিস্ময়।
কিন্তু দেখ নাই পুত্র,
কি অপূর্ব তেজে—
যুঝে সে দানব বৃত্র।
গতিরোধ কে করিবে তার ?
হুতাশন, পবন আদি—
দেবগণ সনে করিয়া মন্ত্রণা
এ সঙ্কটকালে—
উপায় নাহিক দেখি—
স্থানত্যাগ বিনা।

জয়ন্ত স্বর্গরাজ্য পরিত্যজ্য—
দেব সবাকার।
এ সংবাদ শুনিবার আগে—
মৃত্যু কেন হ'লো না আমার !

(নারদের প্রবেশ)

নারদ অমরের মৃত্যু নাই,
তাই মৃত্যু হ'লো না তোমার।
ইন্দ্র দেবর্ষি !
অসময়ে তব আগমন—
নহে কভু উদ্দেশ্য বিহীন।
হে নারদ, হে ঋষি,
শ্রীহরি চরণে তুমি
প্রাণ-মন করেছ অর্পণ,—
দাও প্রভু ভক্তিমান,
দাও দেব পথের সন্ধান।
দেবদূত ! কহ কি কর্তব্য আমার !
শচী তোমারই যে আশাপথ চাহি,
দণ্ড পল করেছি গণনা,
ত্রিজগৎ মাঝে—
কোন দিন কোন কালে—
কিছু তব নাহিক অজানা।
কহ ঋষি,
মন্দভাগ্য কেন আজি দেবতা সমাজ ?

বৃত্র ভয়ে কেন আজি—
ত্রিদিবের ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার ?

জয়ন্ত কেন আজি দেবের সকল শক্তি
চূর্ণ হলো বৃত্রাসুর রণে ?
দুঃখে উঠে কাঁদিয়া হৃদয়,
মনে মোর জেগেছে সংশয় ;
পাপ বুঝি পশিয়াছে—
পুণ্যময় দেবতার কুলে !

নারদ জয়ন্ত, দেবেন্দ্রকুমার !
অনুমান নহে মিথ্যা তব ।
দেবরাজ !
পড়ে কি স্মরণে আজ ত্রিশিরার কথা ?
আছে কি মনে,
অসুরীর গর্ভজাত,
শ্রেষ্ঠ শিল্পী ত্বষ্টাপুত্র—
সাধন ভজন রত পবিত্র বালকে ?

ইন্দ্র দেবর্ষি ! আছে মনে,
সত্য বটে ত্রিশিরার শির নিছি আমি,
ত্বষ্টাপুত্রে করিয়াছি বধ ।
কিন্তু সে তো দেবের কল্যাণে ।
যতক্ষণ আছি আমি দেব সিংহাসনে,
দেবকুল রক্ষণ—
দেবকুল মঙ্গল সাধন—
সেই মোর ধর্ম, কর্তব্য প্রধান !

নাবদ — কিন্তু নিজ ইষ্ট সাধনের লাগি,
অবহেলে পর প্রাণ নাশ—
কোন যুক্তি বলে
ধর্ম্ম তুমি কহ দেবরাজ ?

ইন্দ্র — একি ইঙ্গিত তুমি করিছ আমায় ?
দেবতার অধীশ্বব আমি।
মোর চক্ষে,—
দেব কার্যে অনধিকারী যেবা—
দৃঢ় হস্তে শাসনের তার,
আছে মোর পূর্ণ অধিকাব।

নারদ — কোথা কবে কে আছে এমন—
এ তিন ভুবনে,
দেবকার্যে—ধর্মে—কর্মে—
অধিকার নাহিক যাহার ?

ইন্দ্র — দেবরাজ জানে ঋষি দেবধর্ম তার।
সহস্রলোচন মোর—
ব্যস্ত নিশিদিন তার অন্বেষণে,
আপন গণ্ডীর রেখা যে করে লঙ্ঘন।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মোর সদা ফিরিছে খুঁজিয়া—
কোথা কোন নীচ জন,
করে উচ্চ আচরণ—
যার লাগি দেবতার স্বার্থহানী ঘটে।
দেব ইষ্টই শুধু কামনা আমার ;
মোর পথে যেবা অন্তরায়,

হ'ক সে বৃদ্ধ কিম্বা কোমল বালক ;
ক্ষমা নাই তার।
জন্মগত ক্ষুদ্র অধিকার ল'য়ে,
বিরাটের প্রতি যার তীব্র আকর্ষণ,
সেই মূর্খ অর্বাচীনে,
সেই দেবকার্যে অনধিকারী জনে,
নিজ হস্তে দণ্ড দিতে সদা—
আছে মোর পূর্ণ অধিকার !

(চিত্তদেবের প্রবেশ)

গীত

ও তোর গগন ছোঁয়া অহঙ্কারের অন্ধকারে
আপনাকে তুই রাখলি বেঁধে বন্ধদ্বারে
তোর শিকলে হায়রে অবুঝ জড়াস নিজে
বিফল হ'লো ফলটুকু তার মরলি মিছে
ও সেই রুদ্রদেবের বজ্রশাসন
এখনও তুই জানিস না রে।
ও তোর অত্যাচারের আগুন জ্বলে সবার প্রাণে
সেই যে দহন নিত্য দহে ভগবানে
আঘাত যে তার তোরই লাগি আছে জমা
মহাকালের বিচারে তোর নাইরে ক্ষমা
ও তোর ভাগ্যাকাশের উদয় তারা
হারিয়ে যাবে ঘোর আঁধারে। [প্রস্থান

ইন্দ্র — সত্যই আমি অপরাধী।

শচী — হত ত্রিশিরা—

তাই কি অপবাধী মোবা—
আজি নিযতি বিধানে ?

ইন্দ্র — কহ দেব ত্রিকালজ্ঞ,
দেবের উপায কিবা ?
কি বা পবিণাম ?

নাবদ — সর্বকার্যেব মুলাধাব যিনি—
দেবেবও দেবতা যিনি –
শ্িব জেনো,
সকল উপায চিন্তা—
নিজে তিনি কবেন আপনি ।
মহাকার্য ভাব আজি সম্মুখে তোমাব—
আব জেনো,—গুরু পবীক্ষা ইহা দেবতাব ।

জযন্ত — পবীক্ষা ! পবীক্ষা কবিনু স্বীকাব ।
সঙ্কল্প কবেছি স্থিব ।
পিতা !

ইন্দ্র — কি সঙ্কল্প, পুত্র ?

জযন্ত — পিতা, দেহ অনুমতি,
এ সঙ্কটকালে—
দেবগণ মাঝে আমি যাপিব জীবন ।
বীব আমি, যোদ্ধা আমি,
ল'য়ে মুখে 'অমরাবতী' নাম—
অমর চমূ বক্ষে সাহস সঞ্চারি,
জাগাইব সবে নূতন উদ্যমে,
জননী জন্মভূমি তরে ।

ইন্দ্র ও শচী	পারিবে কি বৎস ?
জয়ন্ত	তব আশীর্বাদে—মাতা--
	অবশ্য পারিব।
	পিতা ! চিরদিন একমাত্র লক্ষ্য মোর
	অমরার মান !
ইন্দ্র	তাই আনন্দ নন্দন তুমি—
	দেবগণ মাঝে !
	যাও, যাও—জয়ন্ত কুমার,
	নূতন আশায় পুনঃ জাগায়ে অমরে,
	নূতন সাহসে পুনঃ যুঝহ দানবে।
জয়ন্ত	পিতা ! প্রণাম চরণে.
	কর আশীর্বাদ--
	অমরার মান যেন মনে প্রাণে—
	পারি রক্ষিবারে।
	প্রণাম দেবর্ষি—প্রণাম মাতা---
শচী	জয়ন্ত, পুত্র---
জয়ন্ত	না না—ফেলিও না আঁখিজল।
	মাতা, স্নেহের অমৃত বাঁধনে—
	এক পুত্রে বেঁধে রেখে,
	শত পুত্রে মুক্তি স্বর্গ হতে—
	ক'রো না বঞ্চিত।
	প্রণমি চরণে মাতঃ,
	হাসি মুখে দাও মা বিদায়।
	মা গো, জননী 'অমরাবতী'র

করুণ আহ্বান—
বিচঞ্চল ক'রেছে আমায়।

[প্রস্থান

শচী — জয়ন্ত—জয়ন্ত—
পুত্র গেল চলি।

ইন্দ্র — বীর মাতা তুমি—
ক্ষোভ নাহি কর।
বীরপুত্র তব
দেবের গৌরব!

নারদ — কাহার আহ্বান তুমি শুনিলে কুমার,
দেশ মাতৃকার—
অথবা সেই পরম পিতার,—
মীমাংসা তার কে করিবে কবে?

ইন্দ্র — দেবর্ষির বাক্যে আমি
আশার তরণীখানি দিয়াছি ভাসায়ে
অন্ধকার বিপদসাগরে।
শুন, দেব!
অতীতের চিত্রপট করি উন্মোচন,
নব জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি দিয়া
তব কার্য করিলে সাধন।

নারদ — মোর কার্য ত হয়নি সাধন!
ভেবেছ বাসব,
শ্রেষ্ঠকার্য ভার—
দেবেন্দ্রাণী যার—

কার পরে করিবে অর্পণ ?
একক পথযাত্রী তুমি
আজি সকলের তরে ।

শচী পুত্র গেল,
পতিরেও বুঝি দেব,
কেড়ে ল'বে তুমি ?

নারদ স্বামীগত প্রাণা—
ত্রিদিব সম্রাজ্ঞী—
বাসবের হও মা সহায ।
তাঁরে পথ ছেড়ে দিয়ে,
দেবের মুক্তি কর তরান্বিত ।
তিনি যান আপনার পথে ।
তুমি মাতা, এসো মোর সাথে,
তোমারে লইয়া যাই—
ভিন্ন পথ ধরি—
যেথা তব যোগ্যতম স্থান ।

শচী তাঁর ও আমার পথ—
ভিন্ন হলো কবে ?
উমাপতি ! এই ছিল ভাগ্যে মোর !

ইন্দ্র আমি স্থির পাষাণের মত,
বৃত্রের কবল হ'তে উদ্ধারিতে স্বর্গ,
সর্বদুঃখ সহিতে প্রস্তুত ।
কহ ঋষি,
জীবনের চিরসাথী শচী—

সঙ্গীহারা করিতে আমায়,
কোথায় শচীরে লয়ে করিবে গমন ?

নারদ কোথায় লইব আমি ?
কি সাধ্য আমার ?
একান্ত সুকৃতি যাঁর
পান তিনি আশ্রয় তাঁহার।

ইন্দ্র আশ্রয়—কাহার ?

নারদ মধুবিদ্যা অধিকারী
মৃতজনে প্রাণ যিনি করেন প্রদান
নিজ মন্ত্র বলে,
আপন মাহাত্ম্য গুণে—
মাতা মোর লইবেন স্থান,
স্বর্গরাজ্য সমতুল্য,
সেই দধীচি আশ্রমে।

ইন্দ্র দধীচি মহামুনি,
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দোঁহে
প্রাণমন্ত্র করেছেন দান,
দেবতার বন্ধু—
করুণার সিন্ধু তিনি ;
কৃপা করি দেন যদি শচীরে আশ্রয়
ঋণভার তাঁর কোনদিন পুরিতে নারিব।

নারদ অপূরণীয় দধীচির ঋণ
দেবের নির্ভর সদা
মর্ত্তের মানব।

শচী আর মোর নাহি কোনো ক্ষোভ
দধীচি নামেতে যেন
হৃদয়ের সব ক্লেশ,
যত দুঃখ জ্বালা
দূর হয়ে আকাশে মিলাল।
পুত্র যার জয়ন্তকুমার,
স্বামী যার দেবেন্দ্রবাসব,
সহায় যার দেবর্ষি নারদ,
আশ্রয় যার দধীচি অশ্রম,
তার আবার কিসের বিপদ।
দাও নাথ ; দাও পদধূলি,
দেবেরে ছাড়িনু আজি—
দেবতার তরে। [প্রস্থান

ইন্দ্র বলে ত গেলে না দেবতার ঋষি,
মহাদেব দূত, বিশ্বহিতকামী,
কি কর্তব্য আমার ?
কাহার নির্দেশে পুত্র যায় রণে—
পত্নী তপস্বী আশ্রমে ?
এবে উপায় আমার ?

নারদ তোমার উপায় চিন্তা তোমারই উপর।

ইন্দ্র উপায় বিহীন আমি।

নারদ উপায় বিহীন যদি
বুঝে থাক সার,
তবে আর কেন কালক্ষেপ ?

ইন্দ্র বুঝিয়াছি বহুক্ষণ,
তবু বল ঋষি, শুনি একবার—
হৃদয়ের সত্য সাথে,
এক হ'যে মিলে যাক
তব উপদেশ।
বল-বল, মুক্তি কিসে ?
নারদ সাধনায় !
ইন্দ্র আরাধ্য ?
নারদ দেবাদিদেব মহাদেব !
ইন্দ্র সত্যের পেয়েছি সন্ধান।
শিব নামে যদি হয় দেবের উদ্ধার,
শিব নামে যদি হয় অসুর নিপাত,
শিব নামে যদি হয় জগৎ কল্যাণ,
কোথা সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি
ত্রিলোক ঈশ্বর ?
কোথা হিমালয় ?
কোথা সে কৈলাস ?
শিব—শিব—শিব।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম

(দধীচির প্রবেশ)

দধীচি

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়
কারণত্রয় হেতবে,
নিবেদয়ামি চাত্মাণং
ত্বং গতি পরমেশ্বর ।

সুন্দর প্রভাত !
দূর দিগন্তে—
আপন আলোকে উদ্ভাসিত পুণঃ
দেব জ্যোতির্ময় ।
রজনীর মৃতসৃষ্টি বুকে,
তমোনাশ,
এনে দিলে পরম পুলকে—
প্রাণের প্রকাশ ।
উজ্জ্বল, চঞ্চল বিশ্ব যদি—
এত মধুময়,

কেন তবে বিশ্ববাসী
সহে যত ক্লেশ,
একে অন্যে বিদ্যমান পার্থক্য অশেষ ?
দেব দিবাকর !
প্রয়োজনাতিরিক্ত নিত্য প্রভা কর দান,
জীব তবু দৃষ্টিহীন হয়ে চক্ষুষ্মান,
প্রকৃতির কোনো শিক্ষা করে না গ্রহণ,
আপন অন্তর তাই
অন্ধ সম অন্ধকার দেখে।
কতদিনে জীবের এ আঁধার
দূর হবে প্রভু ?
কতদিনে হে বিশ্ব-আলোক-কর্তা,
বিশ্বজন হৃদি মাঝে পাতিবে আসন,
উজ্জ্বল করিবে যত অন্তস্তল ?
কতদিনে তব মঙ্গল পরশ,
অপূর্ব অনুভূতি—
সর্বচিত্তে জাগাবে আকুতি ?
এসো-এসো করো দয়া প্রাণের ঠাকুর !
জীবনের যত পূজা,
মন্ত্রপাঠ, জপ, আরাধনা—
সব মিছে বিফল গণনা,
মনো-অন্ধকার—
হে আলোকনাথ,
যদি না কর হে দূর !

(নন্দীর প্রবেশ)

গীত

ভকতি প্রেম ভরে
আকুল আঁখি ঝরে
ব্যাকুল হিয়া পেল
মানব দেবতারে
হৃদয় থর থর
পুলক ভর ভর
আলোর তৃষা লয়ে
রাঙালো নীলিমারে
ত্যাগের মন্ত্রগানে
অমৃত বন্যা আনে
চিন্ময় এলো বুঝি
তন্ময় অভিসারে
নির্বাণ দীপ জ্বালো
তিমির নাশা আলো
অভয় বাণী তব
কণ্ঠেতে ঝঙ্কারে ।

দধীচি — কে তুমি শিব ভক্ত—
দাস্য ভাবেতে কর
মহেশ ভজনা ?
অন্তর যবে অন্তর্যামী তরে

কাঁদিযা আকুল ভবসিন্ধু মাঝে,
কৌশলে সঙ্গীতেব ছলে,
নূতন আশাব বাণী
ইঙ্গিতে করিযা প্রকাশ,
কৃতার্থ যে কবিলে আমায !

নন্দী — কৃতার্থ তুমি কবিবে সবায।
মহেশ ইচ্ছায—
তব নাম—তব যশ—
জগৎ সভায,
চিরদিন জীব হৃদে পূজার আসন লভি
ইহ জন্ম করিবে সার্থক !
কহি তোমা শঙ্কর আদেশে—
তোমা তরে মহাকার্য প্রতীক্ষায আছে।

[প্রস্থান

দধীচি — আমা তরে মহা কার্য
আছে প্রতীক্ষায ?
কে আমি ?
কি শক্তি আমার ?
দুর্বল অসহায় বলি,
সর্বশক্তি মূলাধার—
সকল কারণ ঈশ্বর,
তারই পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
এ জীবন দিয়াছি কাটায়ে !
কোথা গেলে শিবভক্ত তুমি—

শিব নাম করিয়া প্রচার ?
একি—একি—
অব্যক্ত এক মধুর আবেশে
অন্তর মোর করিল বিভোর !
কি আনন্দ—এত আনন্দ !
কি করি, কোথা যাই ?
বৃদ্ধ দেহে কোথা শক্তি পাই ?
কারেই বা করি জিজ্ঞাসা ?
ইচ্ছাময় ! কি ইচ্ছা তব—
এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে আমায় ?

(নারদ ও শচীর প্রবেশ)

নারদ তোমায় নহেক শুধু,
সুরাসুর নর—
সবে আজি পরীক্ষায় ফেলেছেন ধাতা।
মাতা, দধীচি আশ্রম এই।
সম্মুখে তোমার—
মৃত দেহে প্রাণদাতা,
আদর্শ আশ্রয় স্থল
মানব দেবতা।

শচী বড় প্রয়োজনে, হে তপোধন,
আগমন মম তোমার আশ্রম।

দধীচি ঋষিশ্রেষ্ঠ !

নারদ — মাতৃস্বরূপিনী
ত্রিদিব সম্রাট বাসব ঘরণী—
শচী দেবেন্দ্রাণী।

দধীচি — দেবেন্দ্রাণী!
আজি মোর ভাগ্যাকাশে
কোন সূর্যের হইল উদয?
কৃপা রশ্মি করিয়া বর্ষণ—
স্নাত, পূত করিল আমারে!

শচী — হে তাপস,
বৃত্রাসুর নাম শুনেছ নিশ্চয;
হরের প্রসাদে বৃত্র
স্বর্গ করেছে হরণ।
অত্যাচারে, অবিচারে যত দেবগণ,
মান ভয়ে অমরধাম করিযাছে ত্যাগ
স্বর্গের দেবতা,
দস্যু হস্তে হইযা লাঞ্ছিত,
সামান্য আশ্রয লাগি,
দিকে দিকে ঘুরিযা ফিরিছে
অনাথের মত
সর্বহারা ভিখারী পথের।

নারদ — কালচক্র বিবর্তন সাথে
ভাগ্য গাঁথা বিশ্বে সবাকার।
দেবগণ অভিশপ্ত আজি,
শক্তিহীন মৃতপ্রায় নিযতি বিধানে।

শচী তাই, হে তাপস,
আসিয়াছি তোমার সকাশে লইতে শরণ!
কাতর প্রার্থনা—
শরণাগতে ফিরায়ে দিও না।

দধীচি মহতের 'পরে যত অত্যাচার—
যত ক্রোধ—যত অবিচার!
না—না—নাহি দেখি বৃত্রাসুর আমি,
হে যোগীশ্বর!
কারণ হইয়ে তুমি করাইছ কার্য সমুদয়।
দেবেন্দ্রাণী!
ইন্দ্রের ঘরণী কিম্বা সামান্যা রমণী,
ভেদাভেদ নাহি মোর কাছে।
মাতা, জেনো স্থির,
যে জন আশ্রয় মাগে—
প্রার্থীরূপে দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
অলক্ষিতে বর দান করে সে
দাতা শির 'পরে।

শচী হে মহৎহৃদয়—জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ,
তুমিই আছ ভরসা সবার।
করি অনুরোধ,
এ ঘোর বিপাকে,
স্থান দাও আশ্রমে তোমার,
মন্ত্রবলে নিরাপদ স্থান।

দধীচি জীবনের দীর্ঘ পথ করি অতিক্রম,

নূতন প্রভাত দেখি সায়াহ্ন বেলায়
আলোকে উজ্জ্বল।
জীবের আশ্রয়স্থল—দেবতা নিকর—
যারা করে জীব ভাগ্য নির্ণয়—
সেই ভাগ্যনিয়ন্তা পৃথ্বীর,
আজি যাচে দধীচি আশ্রয়।
ওরে রিক্ত—ওরে ক্লিষ্ট—
ওরে রে ভিক্ষুক,
এ কি মহাভাগ্য তোর!
মাতা, অসংকোচে
এ আশ্রমে কর তুমি বাস
ইচ্ছা যতদিন।

শচী — শচীরে দানিয়া আশ্রয়
এ বিপদ সময়,
বিশ্বে তুমি মহাকীর্তি করিলে স্থাপন।

দধীচি — মাগো, দেবকার্য তরে—
ধরি এ জীবন;
হ'লে প্রয়োজন—
চিরদিন এই মোর পণ—
দেবকার্য তরে
অনায়াসে দিব বলি এ তুচ্ছ জীবন।

নারদ — ধন্য-ধন্য তপোধন—তুমি ধন্য!
দেবদ্বেষী, অত্যাচারী বৃত্রাসুর,
আজি লভিল প্রথম পরাজয় জীবনে তাহার।

শচী
সত্য, সত্য ঋষি,
বৃত্রের বিনাশ তরে সোপান রচনা,
এই হলো স্থচনা তাহার।

দধীচি
নিখিলের দুঃখ ভার যিনি করেন হরণ,
তাঁরে মনে করিয়া স্মরণ—
স্বামীপুত্রেব সফলতা—
অহরহ করো মা প্রার্থনা।
তুমি হও সেই উৎস,
ভক্তি ও শক্তি যাহে—
পরস্পর হইয়া মিলিত
নাশিবে সকল গ্লানি ত্রিদিবে দেবের।

শচী
সত্যদ্রষ্টা ঋষি,
তব সন্নিধানে অমঙ্গলের হবে পরাজয়।
জয়ন্ত কেমনে পাবে এ সংবাদ ?

নারদ
থাক তুমি হেথা মাতা,
যাই দেখি, কোথা সে জয়ন্ত—
শক্তিময় বাহু যে দেবের।
যাই আমি সেথা—
ইন্দ্র যেথা ধ্যানমগ্ন মহাদেব পদে।

[প্রস্থান

শচী
সাক্ষাৎ যদি পাও তাঁর ঋষি,
করি অনুরোধ,
কৃপা করি কহিও তাঁহারে—
আমা তরে কোন চিন্তা নাই।

দধীচি তোমা তরে মহা চিন্তাভার,
নাহি জানি, কে বলিবে মোরে,
চিন্তামণি লিখেছেন ললাটে কাহার ?
মাগো, তাপস, ভিক্ষুক আমি—
দেবেন্দ্রাণী তুমি—
কত কষ্ট হবে যে তোমার।

শচী না—না—
আমি যে তনয়া তোমার !

দধীচি মনস্বিনী, ইন্দ্রের ঘরণী,
লহ মোর মাতৃ সম্বোধন—
মাতা, মাতা—তুমি মোর।

[উভয়ের প্রস্থান

(নন্দীর প্রবেশ)

গীত

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই
সেই মানুষের প্রেমের পিয়াসে
ভোলানাথ ভোলে তাই,
এক ফোঁটা জল ঝরে গো যখন চোখে
ধ্যান ভেঙ্গে যায় রুদ্রদেবের
সুদূর অমরলোকে
ভক্তের দ্বারে ভিক্ষার লাগি
কেঁদে ফিরে বিধাতাই

নিয়তির মত নিয়ত বিরাজে নিয়ন্তা বিশ্বের
নিবিড় বাঁধনে ভাণ্ডারী বাঁধা প্রেম ডোবে নিঃশ্বের ।
যুগ যুগান্তে মাটী ও ধরার প্রেমে
প্রেমময় সাজে জীবন মরণ
রূপাতীত আসে নেমে ।
অন্ধের হিয়া তোলে
উজলিয়া স্বরলোকে দিতে ঠাঁই ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্বর্গ

(বৃত্রাস্থরের প্রবেশ)

বৃত্রাস্থর — অমিত বিক্রমশালী
সর্বজন ত্রাস—
যার নামে কাঁপে ত্রিভুবন—
আমি সেই ত্রিলোক বিজয়ী
বৃত্রাস্থর।
অস্থর—অস্থর দানব আমি।
দানব ও দেবতা—
একই পিতা কশ্যপ সন্তান—
দিতি ও অদিতি মাতা।
তবে কেন এই ব্যবধান ?
সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল
যত রত্নরাজি—
দেবভোগ্য হ'লো সব।
মহাদেব নীলকণ্ঠ হ'য়ে
বাঁচাইলা দানবে—
তাই তাঁরে নিবেদি প্রণাম।
দেখায়েছি দানব শক্তি
জীবনে আপন,

মোর পরাক্রমে—
পরাজিত, পলায়িত দেবতৃমণ্ডল—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
আনন্দ, সুখ, শান্তি,
যাহা কিছু কাম্য এ জগতে,
সব আজি করায়ত্ত মোর।
বাহুবলে জিনেছি স্বর্গ—
সর্ব আশে বঞ্চিত অসুর দলে
উন্মুক্ত করিয়া দিছি
জীবনের রুদ্ধদ্বার যত।

(রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

রুদ্রপীড় — আনন্দ সংবাদ এক
নিবেদিব দানব ঈশ্বরে।

বৃত্রাসুর — বৃত্রাসুর সেনাপতি রুদ্রপীড় বীর,
সমর কৌশল তব হেরিয়া নয়নে,
বিমোহিত, পুলকিত আমি।
পুত্র, বল শীঘ্র করি
কোন সে শুভ বারতা এনেছ বহিয়া—
কারে করিয়াছ জয়?
কোথা সে জয়ন্ত বীর ইন্দ্রের কুমার—
এসেছিল যুদ্ধ আশে শেষ চেষ্টা তরে?

রুদ্রপীড় — আজিকার আনন্দ সংবাদ,
শেষ চেষ্টা তার মিটেছে এবার—

চিরদিন তরে।
পরাজিত হ'য়ে মম করে,
যত দেবসৈন্য মিলি—
করি পলায়ন,
নাহি জানি কোন অরণ্য মাঝে—
ফিরিছে কাঁদিয়া !

বৃত্রাসুর	বাসব তনয় বলি এত শাস্তি তার।
জয়ন্ত ! মুগ্ধ আমি বীরত্বে তাহার,
কি রণ-কৌশল !
যোদ্ধা সুনিপুণ !
এ কি দুর্বলতা ?
বৈরীপুত্র তরে—
কোথা হ'তে আসে এ মমতা ?
হৃদয়ে কেন করি অনুভব—
এ আসক্তি—
এতদিন অজ্ঞাত ছিল যাহা।

রুদ্রপীড়	পিতা ! কি হ'লো তোমার ?
অসুস্থ তুমি হয়েছ নিশ্চয়।

বৃত্রাসুর	পিতা ! পিতা !

রুদ্রপীড়	স্থির হও, স্থির হও।
অকস্মাৎ কেন হ'তেছ চঞ্চল ?
পিতা !

বৃত্রাসুর	পিতা ! পিতা ?
স্বর্গে বুঝি মিলে এই স্বর্গীয় অনুভূতি ?

ওরে, তোর মত পিতা বলি,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে কভু কোনদিন
ডাকি নাই জনকে আমার।
সেই দুঃখ বাষ্প হয়ে জমে আছে হেথা।
কোথা পিতা স্নেহময় জনক আমার
সন্তানে কেমনে আছ ভুলে চিরদিন ?

রুদ্রপীড় পিতা, চল অন্তঃপুরে,
বিশ্রামের তব একান্ত প্রয়োজন।
ডেকে আনি পুরবাসী সবে ;
দুঃখের মাঝে হেরিলে আপন জন—
বল পাবে—পাইবে সান্ত্বনা।

বৃত্রাসুর আমার সান্ত্বনা তুই !
ওরে ভাগ্যবান, দেখি দেখি তোরে ;
পিতা বলি ডাক আর বার—
পিতৃ নাম শুধু কর্ণে মোর করুক ঝঙ্কার,
অতৃপ্ত পরাণ যদি তৃপ্ত হয় তবু—
তোর কণ্ঠে পিতৃনাম শুনে।

রুদ্রপীড় স্নেহের প্লাবন !
এত ভালবাস তুমি ?
বিগলিত করুণার উৎস দেখি—
সুকঠিন আবরণ তলে !

বৃত্রাসুর পুত্র ! রুদ্রপীড় ! সেনাপতি—
অসুর সৈন্যের ভার আছে ন্যস্ত
তোমার উপর,

সকল অসুরগণে—
জনে জনে শিক্ষা কর দান,
জেনো মনে সবার উন্নতি
জাতির কল্যাণ।

রুদ্রপীড় জাতির কল্যাণ পিতা,
শুধু জাতি কেন ?
সৎ যাহা, শুভ যাহা, উন্নত যাহা—
তাহারে করিয়া লক্ষ্য
চলিয়াছি পথে জীবনের।
পিতা, জাতির কল্যাণ কর্ম,
উচ্চ প্রতিষ্ঠা দানবের,
অধিকৃত রাজ্যের রক্ষণ,
পিতৃ আজ্ঞা নীরবে পালন—
একমাত্র আদর্শ আমার।
পিতা, রক্ষিতে সে আদর্শ মহান্,
স্নেহ, প্রীতি, প্রেম—
যদি হয় অন্তরায়—
নিষ্ঠুর আঘাতে নির্মম হ'য়ে—
বিদূরিব তাহা।
পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার—
রাজ্য ও রাজার কারণ
হ'লে প্রয়োজন—
এ জীবন অনায়াসে দিব বিসর্জন।

[প্রস্থান

বৃত্রাসুর — দানবশক্তি বড় দেবশক্তি হ'তে।
তবুও সংশয়—
কেন নয়—কেন নয়— ?
কোন অংশে নিকৃষ্ট দানব ?
নিজে আমি করেছি প্রমাণ—
নিজ শক্তি বলে,
দানবই বড় দেবতা হইতে।
মনে কেন জাগে এ সংশয়—
তা নয—তা নয়।
সংশয়ের সৃষ্টি কোথা হ'তে ?
মন ভাবে কেন ?
কে ভাবায়— ?
চিন্তা কোথা হতে আসে ?—
পীড়িত কাতর করে—
ইন্দ্রজয়ী বৃত্রাসুরে ?
কে আমি, কোথা হ'তে আসিয়াছি-
কোন কার্য সাধনের তরে
পুনঃ কোথা যাব চ'লে—
জন্ম—মৃত্যু—দুটি দ্বার—
অতিক্রম ক'রে ?—
কে বলিবে—কে বলিবে মোরে—
কে আছে আমার ?

(ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা — লক্ষ প্রজা রয়েছে বসিয়া—

তব প্রত্যাশায়—
আর তুমি কক্ষ মাঝে হেথা—
একাকী নিরালায় !
কোন চিন্তা আজি কবিল বিমনা ?
এমন ত দেখি নাই কোনদিন !

বৃত্রাসুব ঐন্দ্রিলা ! দানবমহিষী !
চিত্ত মম চিব ব্যক্ত তোমাব সকাশে,
আমা হ'তে তুমি মোবে জান অতি ভাল ;
ভাবান্তব তাই তব দৃষ্টি আকর্ষিল ।
হাঃ হাঃ হাঃ
প্রিয়ে প্রণযের এই তো নিযম !

ঐন্দ্রিলা মিথ্যারে সত্য কবিবার—
কেন এই ব্যর্থ প্রযাস— ?
বলেছি তো বহুবাব,
হেন শক্তি নাহিক তোমার
বাক্য কিম্বা কার্যে যাহা
বিভ্রান্তা করিবে ঐন্দ্রিলায ।
কি আছে অজ্ঞাত আমার ?
তোমার কিবা নাহি জানি আমি ?

বৃত্রাসুর আমার কিবা নাহি জান তুমি !
বীর যোদ্ধা আমি—আমি রণজয়ী—
ইন্দ্র—দর্প—হারী—
এবে স্বর্গ অধিকারী—দানবঈশ্বর ।
ঠিক জান রাণী—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ঐন্দ্রিলা ঠিক জানি আমি।
চিরদিন তব পার্শ্বে—
ছায়া সম জীবনসঙ্গিনী !
পিতা মাতা কেহ নাই,
চক্ষে কভু দেখ নাই,
ভাগ্য দোষে স্নেহরসে বঞ্চিত বলিয়া—
আজীবন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে—
আমি আছি তোমারে ঘেরিয়া।

বৃত্রাসুর তুমি জান পিতা মাতা কেহ নাই।
আমি জানি অবশ্যই আছে।
পুত্র যেবা হয়—
পিতা তার আছে যে নিশ্চয়।
ভুল—ভুল রাণী—
তুমিই করিয়াছ ভুল।
নহি আমি,
আমি যুক্তি, তর্ক বলে—
বিশ্বাসে অটল।

[প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা সুরাসুর রণ যেদিন হইল শেষ,
স্বর্গ অধিকার যেই দিন করিল দানব,
সেই দিন সন্ধ্যাকালে,
দানবঈশ্বর ভালে,
প্রথম দেখিনু আমি—
সুস্পষ্ট এই চিন্তার কুঞ্চন।

মনে মনে নিত্য কত করেছি বিচার,
কারণ তবু পারি নাই করিতে নির্ণয়।
আজি মনে হয় যুদ্ধ ছিল ভাল।
রণোন্মাদনা—সেই উল্লাস—
সেই ছিল ভাল।
স্বামীরে অসুখ হেরি রমণীর নাহি কোনো সুখ
যুদ্ধ যদি এত প্রিয় তাঁর,
যুদ্ধ যদি রাখে ব্যপ্ত অন্তর তাঁহার,
লাঘব করে যদি হৃদয়ের ভার,
তবে যুদ্ধ শ্রেয়স্কর আমার কাছে
শান্তি সুখ হ'তে।
যুদ্ধ পুনঃরায়—কেমনে সম্ভব তাহা?
বৃত্র ভয়ে দেবগণ ছন্নছাড়া আজি—
কে করিবে যুদ্ধ?
একাকী জয়ন্ত?
নিতান্ত বালক—আমারই রুদ্রের মত।
কোথা বা পিতা ইন্দ্র.—
কোথা মাতা শচী—
শচী—উত্তম—ঠিক—
শচী চাই আমি।
আবার বাধুক যুদ্ধ।
স্বামীরে করিতে মুক্ত চিন্তাভার হ'তে
আজি হ'তে ব্রত মোর—
রণ সংঘটন। [প্রস্থান

(চিত্তদেবের প্রবেশ)

গীত

সুধা ভেবে গরল নিলি তুলে
তুই বুঝলি না
মায়া মেঘে দৃষ্টি প্রদীপ ছাওয়া
অন্ধ হলি এসে আলোর কূলে
তুই বুঝলি না
তুই নদীর বুকে চাঁদের ছায়া দেখে
আকাশ ভেবে নামলি অগাধ জলে
জীবন স্বপন স্রোতের ঘায়ে ভাঙ্গে
হারায় দিশা স্মরণ আঁধার তলে
তুই ফুলের বনে শিশু কাঁটার তরু
মোহের ঘোরে বুনলি মনের ভুলে
তুই বুঝলি না।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্বর্গ

(রুদ্রপীড় ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

রুদ্রপীড় — ইন্দু! প্রিয়তমে— !

ইন্দু — বল।

রুদ্রপীড় — তুমি বল।

ইন্দু — কি বলিব ?
নিজেরে উজাড় করি
সঁপিয়া তোমায়
আপনারে হারায়েছি আমি।

রুদ্রপীড় — হের প্রিয়ে,
পুষ্পিত বন মাঝে নানা বর্ণছটা—
শোভা অপরূপ!
মধু গন্ধে আমোদিত প্রাণ,
কোথায় বাজিল বাঁশি ?
কে গায় গান ?
বল সখি, কথা কও,
মিলনের কথা কও,
প্রেমের পরশে আজি উছল পরাণ।

ইন্দু — এ জীবনে এত মধু আছে
জানি নাই আগে!

তুমিই সর্বস্ব মোর ;
তোমারই পরিচয়ে আমি পরিচিতা ।
জন্ম জন্ম তুমি মোর—
স্বামী হ'য়ে থেকো ।

রুদ্রপীড় দানবের ভাগ্যলক্ষ্মী !
অয়ি সুলক্ষণে—
বৃত্র গৃহে প্রবেশের সাথে
স্বর্গ রাজ্য হইয়াছে লাভ ।
ধন্য আমি পেয়েছি তোমার কর ।
প্রিয়ে, মুখপানে মোর চাহ একবার,
সুন্দর হাসিটি দেখি ও চারুবদনে,
দানবের কুললক্ষ্মী—কুহকিনী—
ও গো মানিনী—

ইন্দু এই মোর স্বর্গ
অন্য স্বর্গ আমি চাহি না জীবনে ।

রুদ্রপীড় হৃদয়-ঈশ্বরী মম !

ইন্দু সত্য প্রিয়তম,
স্বরগের ঐশ্বর্যদীপ্তি
হ'ক যত মধুময়—যত মনোরম—
বিলাসবহুল,
কত ম্লান তার কাছে—
যার আছে স্বামী-গর্ব সুখ ।

রুদ্রপীড় ইন্দু !

ইন্দু কাল কেন গৃহ মাঝে থাকিলে না তুমি ?

একাকিনী আমি—
প্রতীক্ষায় জাগিয়া ঘরে
সারা রাত্রি পরে—নিশি ভোরে—
তন্দ্রায় দেখেছি এক ঘোর দুঃস্বপন ।

রুদ্রপীড় সত্য প্রিয়ে,
অপরাধ করিয়াছি আমি ।
সেনাপতি আমি,
মোর 'পরে রাজ্যরক্ষা ভার ।
জয়ন্ত আসি
পুনরায় হানিয়াছে শর,
অবরুদ্ধ করেছিল স্বরগ দুয়ার ।

ইন্দু অবরুদ্ধ স্বর্গদ্বার—
সমর কি বাঁধিল পুনঃ ?

রুদ্রপীড় না না শুধু নিবারিতে তারে আমি—

ইন্দু স্বপ্নে যে দেখেছি আমি
সেই মহারণ—ওঃ কী ভীষণ !

রুদ্রপীড় কি স্বপ্ন ? কি দেখেছ ?

ইন্দু বলিব না,
বলিতে পারি না—

রুদ্রপীড় ইন্দু, প্রিয়ে—

ইন্দু না—না—ছাড় মোরে—
শুনিব না কোনো কথা,
সব ব্যথা নিবেদিব
ব্যথাহারীর চরণ কমলে ।

রুদ্রপীড় বল, বল—কি ব্যথা তোমার,
কেন গো চঞ্চলা ?

ইন্দু নারী কভু নাহি পারে
আপনার মুখে—
জীবনে তাহা করিতে প্রকাশ।

[প্রস্থান

রুদ্রপীড় ইন্দু ! ইন্দু !
শোন মোর কথা।
চলে গেল—
চির শান্ত ইন্দু কেন—
সহসা আজি চঞ্চলা অধীরা ?

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্রাসুর পিতা মাতা কেহ নাই—
পরিচয়হীন,
আজীবন স্নেহরস বঞ্চিত জীবন
জন্ম তবে মালিন্যে আবৃত—
নীচ জন্ম, ঘৃণ্য জন্ম—
তীব্র লালসার ক্লেদমাখা—
এই তনু মোর—
ক্ষণিকের কামনার ফল ?

রুদ্রপীড় পিতা !

বৃত্রাসুর কে বা পিতা !
কেবা সেই নির্মম পুরুষ—

নামহীন গোত্রহীন—
কলঙ্কিত এ প্রাণের করিল সঞ্চার ?

রুদ্রপীড় পিতা ! পিতা !

বৃত্রাসুর না—না
আমি চাই সন্ধান তাহার।

রুদ্রপীড় পিতা ! পিতা !

বৃত্রাসুর কে রুদ্রপীড়—পুত্র !
তুমি হেথা হেন অসময়ে ?
সেনাপতি !

রুদ্রপীড় পিতা ! আজিকার রণে—

বৃত্রাসুর রণক্ষেত্র নহে কভু
শান্ত অন্তঃপুর।
এত যদি ভীত তুমি—
ত্যাগ কর সৈনাপত্য মান।
কাপুরুষ নহে কভু দানবের নেতা।

রুদ্রপীড় পিতা, জয়ন্ত লয়েছে বিদায়—
দেবসৈন্য পরাজিত, পলাইত সবে।

বৃত্রাসুর ইন্দ্র আজো রয়েছে লুকায়ে।
আজো আছে গভীর প্রভেদ—
দেবে ও দানবে !
হৃদয়ের তীব্র উন্মাদনা—
নিদ্রাহীন করিছে আমারে—
আর তুমি পুরী মাঝে,
রমণীর অঞ্চল তলে আছ অচঞ্চল !

এই পুত্র ভাগ্যে ভাগ্যবান
দানবসম্রাট !
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

রুদ্রপীড় পিতা, পিতা, রূঢ় ভাষে—
আর ব্যথা দিও না আমায়।
পালিতে তোমার আজ্ঞা,
এ জীবন বাঁধিয়াছি শপথের ডোরে।
পরাজিতে দেবতা-সমাজ—
আজো আমি যুদ্ধরত।

বৃত্রাসুর হ্যাঃ—হ্যাঃ—যুদ্ধরত—
রাজপুরী মাঝে।
ঐন্দ্রিলা—ঐন্দ্রিলা—
বীর পুত্রে তব কর আশীর্বাদ,
সান্ত্বনা সেবায় তৃপ্ত কর ইন্দুমতী—
সেনাপতি ত্যজি রণ—
ফিরিয়াছে ঘরে।

[প্রস্থান

রুদ্রপীড় এ কী বিচিত্র হেরি ব্যবহার পিতার আমার !
এ কী তাঁর রূঢ় আচরণ !
কোন অপরাধে অপরাধী আমি ?
শুনিল না কোন কথা—
শুধু ক্রোধ—তীব্র উত্তেজনা !
এ কী হৃদয় চাঞ্চল্য
কোথা হতে আসে—

বার বার কেন করে আচ্ছন্ন তাঁহারে ?
কি করি ?
অতি প্রয়োজন কার্য যত রহিল পড়িয়া—
যুদ্ধের যত সমাচার—

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা — থাক, থাক—কার্য থাক পড়ে,
বড় ক্লান্ত ও যে যুদ্ধ করে,
ইন্দ্র সনে যুদ্ধ সে ত কম কথা নয়,
মনো মাঝেও যুদ্ধ তার বেধেছে নিশ্চয় ।
আমি জানি কিনা—
আমি জানি সব—
জানি প্রথম হইতে—
আমি ছাড়া ও ত কিছু নয় ।

রুদ্রপীড় — কে তুমি ?
পরিচিত নহ বটে কিন্তু চেনা মুখখানি ।
ইতিপূর্বে একদিন দেখেছি তোমারে—
সমরাঙ্গনে—
রত যবে ছিনু জয়ন্তের রণে ।

ত্বষ্টা — ঠিক বটে, পড়িয়াছে মনে ?
দেবাসুর রণ সে যে আমারই সৃজন,
করি নিরীক্ষণ সর্বত্র হইতে ।
তুমি বুঝিবে না ।
পিতা তব বৃত্র—অতি বুদ্ধিমান—

ও যে মোর—
শিব অংশে জন্ম কিনা—
বুদ্ধি দিয়া করে অনুমান রহস্য সন্ধান

রুদ্রপীড় কোন রহস্যের নাহি প্রয়োজন।
কেবা তুমি, কিবা চাহ—
সবিস্তারে করহ প্রকাশ।
পূর্ণ পরিচয় যদি না কর প্রদান,
বন্দী ক'রে দিব রেখে চিরদিন তরে।

ত্বষ্টা আমারে করিবে বন্দী?
কেন, অপরাধ কিছু করিনি ত আমি।
দৈত্যরাজে স্নেহ করি কি না—
সে কারণ তোমারেও করি।
নিজ কর্ম যত আছিল আমার,
প্রশংসনীয় অতি উচ্চ
সবার নিকট,
সফল ক'রেছি ত্যাগ,
দানবের তরে।
দানব শুভানুধ্যায়ী,
আমা হ'তে বড়—
এ জগতে কেহ নাহি আর।
এই বক্ষ মাঝে আছে শুধু—
স্নেহ, প্রীতি-রস, ভালবাসা—
পুত্র, পুত্রাধিক বৃত্রাসুর তরে।

রুদ্রপীড় বক্ষে তব স্নেহময়—

উছলিয়া পড়ে বৃত্রাসুর তবে।
চিনেছি, চিনেছি তোমারে আমি—
নিশ্চয় চিনেছি।
নহ তুমি কেহ সাধারণ,
শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে আসিয়াছ—
সংবাদ করিতে হরণ।
খণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত এবে দেবতার দল,
তুমি দেবতা—করিয়া কৌশল,
দানব বারতা ল'য়ে—
এ কি ? বিস্ফারিত কেন আঁখি তব
কেন কর ললাট কুঞ্চন—?
ভীত যদি এত—
কেন তবে—
সিংহের বিবরে পদ করিলে ক্ষেপন ?
মুক্তি নাই—মুক্তি নাই—
বন্দী তুমি।

ত্বষ্টা যথার্থ বলেছ বীর,
বন্দী আমি তোমাদের কাছে—
নহে আজি—বহুদিন হ'তে—
রাজপুত্র যেই সৌভাগ্য দুলাল,
সে কেমনে পাইবে বল,
বন্দীর সংবাদ ?
না-না তোর দোষ নাই—
নাহি মোর কোন অভিযোগ—

অভিলাষ শুধু—
রে মোর বাঞ্ছিতের হৃদয়ের ধন—

(আলিঙ্গনে উদ্যত)

রুদ্রপীড় স্তব্ধ হও,
অসংযত আচরণের পাবে প্রতিফল।

ত্বষ্টা অসংযত আমি ?
এ হ'তে অধিক সংযত হ'তে—
আর মোর নাহিক শকতি। (প্রস্থানোদ্যত)

রুদ্রপীড় কোথা যাও শঠ, প্রবঞ্চক !
জান না কি—
ইন্দ্রপুরী আজি দানবের স্থান—
চারিদিকে দৈত্য সৈন্য রেখেছে ঘেরিয়া ?
বৃথা চেষ্টা—প্রস্থান অসম্ভব।

ত্বষ্টা ওরে রে প্রগল্ভ বালক—
বীর বটে কিন্তু মূর্খ তুই।
আমারে রাখিবি ধরে স্বর্গপুরী মাঝে ?
হেন সাধ্য নাহি কারো দানবের কুলে
জানিস্ এ অমরাবতী ধাম—
কার হাতে পাইয়াছে রূপ অনুপম ?
স্বর্গপুরী, ইন্দ্ররাজ্য এত চারুকলা—
কাহার কল্পনা ?
কে ইহার করেছে নির্মাণ।

রুদ্রপীড় হ'ক সে যেই—
নিতান্ত সামান্য তুমি,

তাঁর পরিচয়ে কেন আকিঞ্চন ?
স্বর্গপুরী সৃজেছেন দেব বিশ্বকর্মা—
শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলি নমস্য সবার।

ত্বষ্টা সেইরূপ আমিও নমস্য—
শুধু নহেক তোমার—
তোমার পিতারও বটে—
দৈত্যকুল সবাকার।
ওরে, অপরিচিত নহি আমি,
অতি প্রিয়জন—আত্মীয় পরম—
মহেশ্বর, হৃদে দাও বল,
কণ্ঠ দাও রুদ্ধ করি—
সরস পরাণ কর শুষ্ক মরুভূমি।
না-না, বৎস,
আমি কেহ নহি তোর।

[প্রস্থান

রুদ্রপীড় কে ইনি ?
শতরক্ষী বেষ্টিত স্বর্গপুরী মাঝে
কোথা হ'তে আসিয়া সহসা—
কোথা যান চলি ?
কে বা ঐ পুরুষ ?
সতৃষ্ণ নয়নে যাঁর স্নেহভরা হাসি,
সে কি কেহ নহে মোর ?
তাই যদি হয়,
তবে কেন অকারণ চোখে তাঁর জল ?
কোন এক অজানিত আকর্ষণে—

কাতরতা পরাণে আমার ?
কি যেন বলিতে এসে,
তীব্র ব্যথা ভরে
সহসা সে লইল বিদায় !
বুঝিতে না পারি—সব প্রহেলিকা—

(ইন্দুমতীর পুনঃপ্রবেশ)

ইন্দু — নহি প্রহেলিকা, জীবন্ত বাস্তব—
আমি ইন্দু,
ওগো পূর্ণচন্দ্র !
তুমি বিনা ইন্দু অন্ধকার ।

রুদ্রপীড় — অন্ধকার—অন্ধকার ।
আলো আসে—পিছে তার ফিরে অন্ধকার,
চন্দ্র যেই পূর্ণ হ'লো—
আঁধার ঘেরিল তারে,
দিন দিন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে—
হয় তার শূণ্যে বিলয় ।
পূর্ণচন্দ্র কভু নহে ত অক্ষয় ।

ইন্দু — কেন এই কথা ?
শঙ্কায় দুরু দুরু কেঁপে উঠে প্রাণ ।
কোন অপরাধে অপরাধী দাসী—
হেন অমঙ্গল বাণী কর উচ্চারণ ?

রুদ্রপীড় — সহসা এ কি হ'ল ?
আঁখি তারা কেন জলভরা ?

ইন্দু সন্ত্রাসিতা আমি।
না-না, শুনিব না কোন কথা,
রাখিব তোমারে ধরি বাহুর বেষ্টনে,
আর আমি যেতে নাহি দিব।
আর আমি করিব না কোনদিন—
চক্ষু-অন্তরাল।
দুর্বলা রমণী আমি—

রুদ্রপীড় সেনাপতি জায়া তুমি,
কারে কর ভয়?

ইন্দু সেনাপতি জায়া—
তাই মোর ভয়।
পতি যার যোদ্ধা হয়,
ধায় রণাঙ্গনে,
পত্নী তার চিরদিন—
কত ভীতা, নাথ,
তুমি তাহা জানিবে কেমনে?
বড় শঙ্কাময় জীবন আমার।

রুদ্রপীড় তাই বুঝি পতিব্রতা,
শিব পূজা সাঙ্গ করি
ফিরিতেছ পূজাগৃহ হ'তে?

ইন্দু তোমারই মঙ্গল তরে—
নির্মাল্য হাতে,
ধর শিরো 'পরে।

রুদ্রপীড় প্রিয়ে, বৃথা ভয়।

শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমি দানবের কুলে,
অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমি এ বিশ্ব মাঝারে।

ইন্দ্র — শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নহে চিরজয়ী,
শ্রেষ্ঠ হয় পরাজিত নিয়তি বিধানে।
ম্লান হয় গৌবব সুষমা
অমা রাতে পূর্ণ ইন্দু সম।

রুদ্রপীড় — ত্যজ চিন্তা ইন্দুমতী,
যুদ্ধ শেষ।
দেবশক্তি পরাজিত দানবের কাছে।
দাও প্রিয়ে,
পবিত্র নির্মাল্য ঐ দাও মোর শিরে।
জান প্রিয়ে—ক্ষণপূর্বে—
কি অভিশাপ যে পিতা মোরে—

(দেহ স্পর্শে সহসা নির্মাল্যপত্র পতন)

ইন্দু — এ কি হ'লো হায় ?
ও গো জগৎ পিতা !
তোমার পূজার ফুল লুটাল ধূলায় !
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, সব অপরাধ—
রক্ষা কর স্বামীরে আমার।

[প্রস্থান

রুদ্রপীড় — ইন্দু—ইন্দু—

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গ

(অবোধাসুর ও নির্বোধাসুরের প্রবেশ)

অবোধাসুর — ওরে, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়। বাবারা মরে স্বর্গে যায়, আর আমরা বেঁচে থাকতে স্বশরীরে স্বর্গে আসি। আমরা বাবাদের চেয়ে বড়।

নির্বোধাসুর — ঠিক ঠিক, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়। কিন্তু দাদা, একটা খট্‌কা লাগলো যে বাবা। বাবাদের চেয়ে বেশী বড় হ'লে, শেষে বাবাদের আগেই যদি বুড়ো হয়ে মরি?

অবোধাসুর — তুই দেখছি, বুদ্ধিটাকে পাতালে রেখে, কেবল বপুটি নিয়ে স্বর্গে এসেছিস। আমরা মরবো কি রে? বুড়োই বা হবো কেন? বলেছি না এখানে অমৃত আছে—দেবতারা যা খেয়ে চিরকাল অমর আর এক বয়সে থাকে। খাবো রে, নিশ্চয় একদিন অমৃত খাব। একটি ফোঁটা পেটে পড়লে অমর আর যুবা হয়ে চিরকাল এক বয়সে বেঁচে থাকব। বছর যতই বাড়ুক-না কেন, বয়স বাড়বে না।

নির্বোধাসুর — ঠিক, ঠিক—আমরা অমর আর যুবা হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকব। বছর যতই বাড়ুক-না কেন, বয়স বাড়বে না। হাঃ হাঃ হাঃ;

এই ত চাই, আমি এই বয়সেই থাকব। কিন্তু দাদা, একটা খট্‌কা লাগলো যে বাবা। এখানে এসে অবধি ঐরাবত হাতীটা বা উচ্চৈশ্রবা ঘোড়াটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না আমাদের ভাগ্য ত ভয়ানক ভাল নয়।

অবোধাসুর — ওরে হাতী, ঘোড়া দেখলেই কি আর ভয়ানক ভাল ভাগ্য হয়? বললাম ত, আসল জিনিস হচ্ছে অমৃত। অমৃত খোঁজ, অমৃত খোঁজ। অমৃতের সন্ধান না পেলে মিথ্যে স্বর্গে আসা।

নির্বোধাসুর — অমৃত খোঁজ, অমৃত খোঁজ, অমৃতের সন্ধান না পেলে মিথ্যে স্বর্গে আসা। কিন্তু দাদা, একটা খট্‌কা লাগলো যে বাবা, শুধুই কি অমৃত? ঐ যারা নাচে, গায়, বাজনা বাজায়— সেই অপ্সরাদের সন্ধানের কি হল?

অবোধাসুর — অপ্সরা? উর্বশী, মেনকা, রম্ভা—?

নির্বোধাসুর — নামই শুনে আসছি, চোখে দেখলাম না, অপ্সরারা খুব সুন্দরী হয়—না? আচ্ছা ভাই, কে বেশী সুন্দরী? আমার কতকালের সাধ উর্বশী, মেনকা, রম্ভার একটু গান বাজনা শুনবো, একটু নাচ দেখবো, একটু আলাপ ক'রবো। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা এখানে কোথায় থাকে?

অবোধাসুর — উর্বশী, মেনকা, রম্ভা আমাদের অষ্টরম্ভা দেখিয়ে ভেগেছে।

নির্বোধাসুর — এ্যাঁ!

অবোধাসুর — যাবি খা, কোথায় গেলি খবর দিয়ে যা! কোন খোঁজ নেই রে বন্ধু, অপ্সরাদের কোন খোঁজ নেই।

নির্বোধাসুর — হায়, হায়, হায়—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা নিখোঁজ? স্বর্গে এসেও সেই মরুভূমি? গেল গেল—পাখী গেল।

অবোধাসুর — পাখী? কোথায়? কি পাখী?

নির্বোধাসুর ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এই দিকে—এই দিকে। যাঃ—এই বুঝি উড়ে যায়, এই বুঝি উড়ে যায়—

অবোধাসুর কি হলো? হলো কি? কি ব্যাপার?

নির্বোধাসুর ওরে স্বর্গে আর অপ্সরা নেই শুনে প্রাণপাখী ওড়বার তাল ক'রছে। ওরে আমার কত সাধের প্রাণপাখী—অমন করে ডানার ঝাপটা মারিসনি বাবা। স্থির হ, ঠাণ্ডা হ, চিরকাল পোষা হয়ে থাক।

অবোধাসুর কি কাণ্ড! যা-যা—ও সব বাজে কথা রাখ।

নির্বোধাসুর কি? প্রাণের কথাটাই বাজে কথা হলো? বেশ, ভালো, আমার প্রাণের ধড়ফড়ানি যখন তুমি বুঝলে না দাদা, তখন আর তোমাব সঙ্গে কোন সম্পর্ক নয়। তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলুম বাবা। আমার যেদিকে দু'চক্ষু যায়, আমি চললুম।

(খানিক অগ্রসর হইয়া দূরে চক্ষু স্থির রাখিয়া)

কিন্তু দাদা, একটা খটকা লাগলো যে বাবা,—অবোধে, এদিকে আয ত, বুদ্ধি করে বলত ওটা কি দেখা যাচ্ছে?

অবোধাসুর কোথায? কি ভাই নির্বোধে? আমি ত ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

নির্বোধাসুর তুই ত ধোঁয়াই দেখবি,—আর কিছুই দেখতে পাবি না, স্বর্গে এসে পর্যন্ত কোন জিনিসটা তোর নজরে পড়ল? কিন্তু দাদা, এই নির্বোধে সব ঠিক দেখতে পেয়েছে—নির্বোধে সব বুঝতে পেরেছে!

অবোধাসুর কি দেখেছিস ভাই? কি বুঝেছিস ভাই? ওদিকে কি?

নির্বোধাসুর গাছ।

অবোধাসুর গাছ ?

নির্বোধাসুর হ্যাঁ সেই গাছ !

অবোধাসুর সেই গাছ কি গাছভাই ? ফলের না ফুলের ?

নির্বোধাসুর দুই-ই, ঐ গাছের ফল যার হাতে পড়বে, তার চারদিকে ফুল ফুটে উঠবে। এই আমি তোমার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালুম বাবা গাছ, ফল দাও, ফুল ফোটাও।

অবোধাসুর ওকি রে ? পাগল হ'ল নাকি ? আমার দিকে চেয়ে দেখ,—এই—আচ্ছা উন্মাদ !

নির্বোধাসুর ওরে আমি পাগল হয়েছি বটে, কিন্তু উন্মাদ নই। আমার জ্ঞান টনটনে, আমি সেয়ানা পাগল। হে গাছ, ওগো বৃক্ষ, দাও দাও যেখানে যত ভাল ভাল দামী দামী জিনিস আছে, সব আমায় পাইয়ে দাও।

অবোধাসুর মাথা খারাপ ; গাছ কি কখনও কিছু দেয় রে। এদিকে ফের বলছি, নইলে ঐ গাছের ডাল তোর পিঠে ভাঙবো।

নির্বোধাসুর খবরদার ; ওতে হাত দিবি না। ওর ডাল ভাঙতে পারবি না। ওকি যে সে গাছ দাদা,—ঐ হলো কল্পবৃক্ষ বাবা !

অবোধাসুর কল্পবৃক্ষ ? চাওয়া মাত্র যার কাছে সব পাওয়া যায় ?

নির্বোধাসুর নিশ্চয়ই।

অবোধাসুর আমার তো মনে হয় না, আসল কল্পবৃক্ষ !

নির্বোধাসুর ওরে আসল যদি নাও হয়, ও নিশ্চয়ই কল্পবৃক্ষের চারা কিংবা কলমের গাছ। যাই হও দাদা কল্পবৃক্ষ, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবা। হাতে মোটামুটি কিছু এলে আজ যারা গ্রাহ্য করে না, কাল তারা খোসামোদ করবে। দাও বাবা কল্পবৃক্ষ, হুট করে মবলক কিছু দান ক'র।

অবোধাসুর — তাই নাকি—বলিস কি? তুই তবে সত্যিই কল্পবৃক্ষের সন্ধান পেলি?

নির্বোধাসুর — হ্যাঁ, ধন্য আমি, আব ধিক তুই। আমার অবস্থা ফিরেছে—কুবেরের ঐশ্বর্য আমাব মুঠোয়। তোর মত গরীবকে আমি ঘেন্না করি। তফাৎ যা (অদৃশ্য গাছকে)—বুঝেছি, তোমাব ডাক আমি শুনেছি—হাতছানি দেখেছি—যাই—যাই—এক্ষুনি যাচ্ছি।

অবোধাসুর — নির্বোধে, তুই চললি কোন দিকে? দক্ষিণ দিক, ঐদিকেই তো সেই প্রকাণ্ড হাঁ-করা দরজা—যমের দক্ষিণ দ্বার—গেলেই গিলে নেবে। হায়—হায়—নির্বোধকে যমে টেনেছে—ও যমের বাড়ী চলল।

নির্বোধাসুর — যম! ওরে দাদা, সে কি কথা রে বাবা!

অবোধাসুর — নইলে তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে আব কে?

নির্বোধাসুর — যম! যম দেবতা কি এখনও স্বর্গে নাকি? ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ—সব দেবতা ভেগেছে, যম ব্যাটা কি গ্যাঁট হয়ে এখনও এখানে ব'সে আছে? যম, যাকে ভয় করি সেই! তাহলে উপায়?

অবোধাসুর — উপায়? ঠিক। উপায় করতে হবে। খুব হিসেব করে উপায় করতে হবে।

নির্বোধাসুর — ঠিক, খুব হিসাব করে উপায় করতে হবে। বে-হিসাবি উপায় চলবে না।

অবোধাসুর — হয়েছে, শোন। আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মামাতো ভাগ্নের পিসিমার ভাসুরের নাতনীর খুড়শ্বশুরের দেওরের মাসীমার বোনপোর শালার ছেলের রাজবাড়ীতে যাতায়াত আছে। তাকে দিয়ে খবরটা সম্রাট্ বৃত্রাসুরকে পৌঁছে দে।

নির্বোধাসুর খবর পৌঁছে দে। শালার ছেলেকে খবর পৌঁছে দে। যমকে তাড়া।

অবোধাসুর চুপ, আস্তে, যম যেন না আমাদের নাম জানতে পারে।

নির্বোধাসুর চুপ,—আস্তে। বড় ভয়ানক দেবতা। ষড়যন্ত্রের কথাটা খুব গোপন রাখতে হবে। কেউ যেন না জানতে পারে।

অবোধাসুর কেউ যেন না জানতে পারে। যমকে তাড়া।

নির্বোধাসুর কেউ যেন না জানতে পারে। যমকে তাড়া।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গ

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্রাসুর — অধিকার করিয়া স্বর্গ,
আনন্দে করিছে নৃত্য দানবের দল—
অন্তহীন সুখ কোলাহল !
কিন্তু এই সুখ—এই শান্তি—
এ কি চিরকাল ?
ফিরেছে দানব ভাগ্য কয়দিন তরে ?
হোক স্বল্পকাল—
সুখ ক্ষণস্থায়ী—
তবু সুখই জীবন ।
কিন্তু মোর এ জীবন ?
কি সুখ পাইয়াছি আমি ?
অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া দেবতায়,
অপমানে করিয়া লাঞ্ছিত—
ভীত ত্রস্ত—
নিজ বাসভূমি হতে করি বিতাড়িত—
কি সুখ পাইয়াছি আমি ?
না—না, কেহ মোরে—
বাসে না'ক ভালো,

স্নেহের বন্ধন নাই
নত শিরে সবে
আজ্ঞা মোর করিছে পালন,
প্রাণহীন, পুত্তলিকা প্রায়।
সুখ নাই—
মম চিত্তে নাহিক আনন্দ।
বজ্র সিংহাসন—
আর এই সুবর্ণ কিরীট—
বৃথা—মূল্যহীন বৃত্রের নিকট।
বিস্মৃতি চাই—
চাই ভুলিতে, সকল।
কার্য—কার্য—
কর্মই বিস্মৃতি আনে—
কর্মই জীবন।

(ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা কর্মই জীবন যদি—
কেন তবে কর্ম হতে রয়েছ বিরত ?
হে কর্মবীর !
অতি নীচ সামান্য হইতে
অসুর জাতিরে তুমি—
সুরলোকে দিয়েছ আসন—
কীর্তি তব হয়েছে অক্ষয়।

বৃত্রাসুর সেই মোর হইয়াছে কাল।

কীর্তিস্তম্ভ এক গড়িয়া মানসে
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছি
সকলের সাথে নির্নিমেষ আঁখি।

ঐন্দ্রিলা — আর কি করিবে বল?

বৃত্রাসুর — না করিবার কিছু নাই—
সব কার্য শেষ—
হ'য়েছি দানব সম্রাট—হাঃ হাঃ হাঃ।

ঐন্দ্রিলা — সব কার্য ত হয় নাই শেষ,
কার্য এক অপূর্ণ আজিও।
বিশ্রামে যদি ক্লান্তি এসে থাকে নাথ,
কর তবে এই কার্য।

বৃত্রাসুর — বল—বল—কর্মহীন অলস জীবন
অসহ্য দুর্বিষহ অতি;
কহ কি কার্য তোমার?

ঐন্দ্রিলা — উত্তর জানিতে হ'লে
মোর প্রশ্নের প্রদান উত্তর,
একটি প্রশ্ন মোর—
অতি সাধারণ।

বৃত্রাসুর — কি বলিবে বল রাণী,
কি প্রশ্ন তোমার—
আজিও রয়েছে বাকী
শুনিতে উত্তর?

ঐন্দ্রিলা — বলিব, নিশ্চয় বলিব,
কিন্তু অগ্রে কর অঙ্গীকার।

বৃত্রাসুর — কি করিব অঙ্গীকার ?

ঐন্দ্রিলা — মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলাবে না মোরে ;
পূর্ণ করিবে মোর হৃদয় বাসনা ।

বৃত্রাসুর — স্তোক বাক্যে ভুলাব তোমারে আমি ?
একি কথা কহিছ মহিষী ?
দীর্ঘদিন একত্রে যাপিয়া,
আজো কি পরিচিত নহি আমি—
তোমার নিকট ?
আজো কি জান না আমারে ?

ঐন্দ্রিলা — জানি, তাই হয় ভয়,
অঙ্গীকার বিনা তুমি দিবে না উত্তর ।
কর অঙ্গীকার—

বৃত্রাসুর — উত্তম, করি অঙ্গীকার—
বল কিবা বাসনা তোমার ?

ঐন্দ্রিলা — আছে কি তোমার প্রীতি
মম 'পরে আর ?

বত্রাসুর — প্রীতি তোমার 'পরে ?
এই প্রশ্ন তোমার ?
তাই অঙ্গীকার ?
হাঃ হাঃ হাঃ ।

ঐন্দ্রিলা — হেসো না সম্রাট—
দীর্ঘন বড় পেতেছি যাতনা,
'সান্ত্বনা মিলিবে শুধু
উত্তরে তোমার ।

বৃত্রাসুর — ঐন্দ্রিলা—প্রিয়তমে !
তুমি ছাড়া কেহ নাহি মোর
এ ঘোর সংসারে।
কে বা পিতা—কে বা মাতা—?
আজো আমি জানি না তাঁদের।
পূর্ণ আমি লভিয়া তোমারে
প্রথম যৌবনে,—
তৃপ্ত আমি পুত্র মুখ হেরি,
মুগ্ধ আমি লভি ইন্দুমতী।
তুমি—তুমি—প্রতি কার্যে—প্রতি বাক্যে
উৎসাহ দানিযা নিত্য—
আশা ও আকাঙ্ক্ষার সীমারেখা খানি,
দিন-দিন—অতি ধীরে ধীরে—
দূর হ'তে দূরান্তরে দিয়েছ সরায়ে—
তাই আমি দেব-সিংহাসনে,
ঐন্দ্রিলা ব্যতীত বৃত্র হ'তো না সম্ভব।

ঐন্দ্রিলা — তাই যদি সত্য হয়, নাথ,
পূর্ণ কর শেষ অভিলাষ—
একমাত্র আছে যাহা বাকী।

বৃত্রাসুর — বল মোরে রাণী,
কি বা তব অভিলাষ ?
এতদিন কেন বলনি আমায় ?

ঐন্দ্রিলা — প্রয়োজন হয় নি বলার,
কিন্তু আজি মোর অতি প্রয়োজন

শুন নাথ, তোমারই কারণ,
আজি আমি বলিব সে কথা।

বৃত্রাসুর — বল—বল—কিবা সেই কথা ?

ঐন্দ্রিলা — হে দানব সম্রাট,
দাসী মাত্র এক—
আমারে করহ প্রদান।

বৃত্রাসুর — দাসী মাত্র এক—হাঃ হাঃ হাঃ
সহস্র দাসীরে তুমি করহ নিয়োগ।

ঐন্দ্রিলা — না—না—শুধু এক—
একটি দাসী মোরে কর গো প্রদান।

বৃত্রাসুর — এক দাসী ?

ঐন্দ্রিলা — এক দাসী। সেই এক দাসী।
স্বামী, রক্ষা কর তব অঙ্গীকার।

বৃত্রাসুর — নাহি জানি কে বা সেই ভাগ্যবতী,
নারী মাঝে একান্ত দুর্লভা,
তব অনুকম্পা ল'ভি—
হইয়াছে ধন্যা !
বাসনা যদ্যপি রাণী—
মম অনুমতি
আনন্দ চিত্তে আমি দিতেছি সম্মতি—
কর পরিচারিকা তারে।

ঐন্দ্রিলা — কোথায় পাইব তারে—
সে ত নাহি'ক আজি
স্বর্গপুরী মাঝে।

বৃত্রাসুর — কারে চাও রাণী ?
কে সে রমণী ?

ঐন্দ্রিলা — সে রমণী—শচী—।

বৃত্রাসুর — শচী ?

ঐন্দ্রিলা — চির শত্রু তব দেবেন্দ্র-বনিতা,
দাসী রূপে চাই তারে আমি—
দানবেন্দ্র কাছে।
সম্রাট, স্বামী, প্রিয়তমে—
রাখ অনুরোধ—
আন সে শচীরে।

বৃত্রাসুর — শচীরে আনিব
হীন পরিচারিকা—
দাসী কর্ম তরে ?

ঐন্দ্রিলা — হঁ্যা, পরিচারিকা দাসী সে আমার
পার্শ্বে সদা রহিবে দাঁড়ায়ে
আজ্ঞাবাহী কিঙ্করী সমান।
চামর করিবে ব্যজন,
তাম্বুল যোগাইবে মুখে,
বসন অঞ্চল ধরি
নত শিরে ফিরিবে পশ্চাতে
যেথা যাব আমি।
কেশ বিন্যাসিবে,
পদ প্রক্ষালিয়া আদেশে আমার
অলক্ত-রাগে রঞ্জিত করিবে চরণ।

বৃত্রাসুর — রাণী ! রাণী !—
কে—কার পদধ্বনি ?
নিকট হইতে কে দূরে যায় সরি '
কে তুমি ?
সতী নারী—হীন কর্ম ?
কার্য্য গর্হিত অতি ?
রমণীর অপমান নহেক উচিত কভু !

ঐন্দ্রিলা — বিস্মৃত হ'য়ো না নাথ,
অঙ্গীকারবদ্ধ তুমি মম পাশে ।

বৃত্রাসুর — তবুও সেই এক কথা ?
নারী হ'য়ে নারী অপমান ?
এ তোমার কেমন বাসনা ?
একবার শুধাও নারীরে—

(ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দুমতী — না—না—মোরে কিছু শুধাইও না ।
দাসী আমি—
আজ্ঞা শুধু প্রদান আমারে ।

ঐন্দ্রিলা — আয়—আয়—মাতা !
তুই হ'তে সৌভাগ্য উদয়,—
তোরে আমি কি আজ্ঞা করিব রে দান ?
তুই মোর স্নেহময়ী জননী সমান ।

ইন্দুমতী — তাই যদি মাতা,—বল তবে—
মোর কথা কেন না রাখিলে ?—
ক্ষণপূর্ব্বে কক্ষান্তরে—

জিজ্ঞাসিতা হয়ে যবে দিলাম উত্তর ?
কেন শচী-চিন্তা স্থান দিলে মনে ?
কেন করিলে শচী-অপমান ?
দেবকুল রাণী যিনি—জননী সমান ।

ঐন্দ্রিলা — ইন্দুমতী ! বুদ্ধিমতী জানিতাম তোরে —
তোর মুখে এই কথা ?

ইন্দুমতী — মা গো – পুত্রে যদি স্নেহ কর,
পুত্রবধূ স্নেহাস্পদা তব,
দাসীরও অধিক হয়ে করিবে সে সেবা ।
ওগো জননী ! কি অভাব তোমার ?
আমারে আদেশ কর—
আমিই করিব ব্যজন,
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি,
আমি ফিরিব পশ্চাতে ।
কেশ বিন্যাসিব,
ধৌত করি এ পদ যুগল—
আমিই অলক্ত রাগে রঞ্জিত করিব চরণ ।
মা গো—দেবেন্দ্রাণী অপমান করি—
অমঙ্গল এনো না'ক বরি আপন ইচ্ছায় ।

ঐন্দ্রিলা — ইন্দুমতী !
সাহস তোমার—আমারে এসেছ দিতে
হিত উপদেশ—
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে ?
মোর কার্য আমি জানি ভাল ।

ইন্দুমতী — মা-গো, কেন আজি হলে বিস্মরণ
দানবমহিষী তুমি রমণী গৌরব।
রমণীর অপমান সাজে না তোমার।

ঐন্দ্রিলা — ইন্দুমতী—দূর হ সম্মুখ হইতে—

ইন্দুমতী — রমণীর মান যেথা না রাখে রমণী—,
বিশ্বমাতা বিরূপ তথায়।

[প্রস্থান

বৃত্রাসুর — হাঃ—হাঃ—হাঃ— ।
কেহ নাহি স্বপক্ষে তোমার।

ঐন্দ্রিলা — অঙ্গীকারবদ্ধ দানবসম্রাট,
তুমি আছ মোর।
তোমা হ'তে আমি স্বর্গ-রাজ্য রাণী— ।
চাহ যদি রক্ষিবারে সত্য আপনার
শেষ কথা—শচী—দাসী সে আমার।

[প্রস্থান

বৃত্রাসুর — ঐন্দ্রিলা—ঐন্দ্রিলা— !
সমস্যা—সমস্যা— ; কি করি—
বৃত্রাসুর—অসুর—অসুর—
কোন্ সমস্যা তুমি—
পার নাই করিবারে দূর ?
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
হিংসা—হিংসা—
জ্বালিতে আলোক যদি জ্বলে গো আগুন-
কিবা ক্ষতি তায়— ?

পাপ-পুণ্য— ? ধর্মাধর্ম— ? হাঃ হাঃ হাঃ
কিছু নাই—কিছু ছিল না—
কিছু থাকিবে না কভু কোন দিন।
কত শিশু জননীর ক্রোড় হ'তে
লয়েছি কাড়িয়া—
গৃহ হ'তে—স্বামী পুত্র হ'তে হইয়ে বিচ্যুত
কত সুরবালা গিয়াছে কাঁদিয়া।
তার কাছে এক শচী কতটুকু ?
কাঁদাব—কাঁদাব তারে আমি,
প্রিয়া হাসি মুখ হেরিবার তরে।

। প্রস্থান

(চিত্তদেবের প্রবেশ)

গীত

তুই আলোর মোহে আগুন দিলি জ্বেলে,
মরুপথে নির্ঝর পাবি কোথায় গেলে।
মায়ামৃগীর ইশারাতে ভুল ঠিকানায়
যাত্রা সুরু করলি অবুঝ কোন কামনায়,
মোহের ফেরে পরম সুখে গেলি ফেলে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ

(ঐন্দ্রিলা ও রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা — না—না শুনিব না কোন কথা—
শচী চাই আমি।

রুদ্রপীড় — বাক্য যদি প্রত্যাহার না কর, জননী,
মুহূর্তে জ্বলিবে বহ্নি,
শিখা হতে তার কারও নাহি পরিত্রাণ।
শত ব্যথিতের আর্তরোলে ভরিবে গগন,
সর্বনাশা হাহাকার হবে পরিণতি।

ঐন্দ্রিলা — ওরে পুত্র,
পুঞ্জীভূত হাহাকার জমাট ভিতরে।
কেমনে বুঝাব তোরে—
কত যে কষ্ট নিত্য
নবরূপে পীড়িছে আমারে !
বুক বুঝি ভেঙ্গে যায়,
পারি না সহিতে।
কতক্ষণে বাধিবে যুদ্ধ,
কতক্ষণে সুস্থ হব আমি !

রুদ্রপীড় — সুস্থ তুমি রবে চিরকাল
নাহি যদি বাধে যুদ্ধ আর।

যুদ্ধে খোঁজ শান্তি-সুখ—
কি আশ্চর্য !

ঐন্দ্রিলা ওরে—শান্তি-সুখ—
যুদ্ধে মোর ছিল চিরকাল।
যুদ্ধ গেছে,—
শান্তি মোর ল'যেছে বিদায়।
ওরে পুত্র, শান্তি দে,—
আন শচী।
বাজাবে দুন্দুভী,
মহারণে লিপ্ত হ,
শানিত কৃপাণ হ'ক রুধিরে রঞ্জিত,
সম্রাটে কর রে ত্বরা যুদ্ধে উল্লসিত।

রুদ্রপীড় এ মূর্তি কভু দেখিনি তোমার।
কিন্তু, কহ মাতা—
কেন এ বৃথা যুদ্ধ ?
কেন শচীরে চাহ অকারণ ?

ঐন্দ্রিলা ওরে বৃথা নয়,—নহে অকারণ—
যুদ্ধ মোর জীবন সর্বস্ব।
শচী আমি চাই।

রুদ্রপীড় মাতা ! চির অভ্যস্ত,
ধৈর্য, স্থৈর্য, মহত্ত্ব, উদারতা
চক্ষের পলকে দিয়া বিসর্জন,
হেন নীচ বাক্য কহিছ কেমনে ?
উন্মাদিনী হলে কি জননী ?

ঐন্দ্রিলা — হ্যাঁ আমি উন্মাদিনী।
কিন্তু স্থির আপন ইচ্ছায়—
সঙ্কল্পে অটল।
বাসব-বনিতা শচী—দাসী সে আমার

রুদ্রপীড় — মাতা, কর ক্ষমা।
তব বাক্যে দিবে না সম্মতি কভু
আমার হৃদয়।

ঐন্দ্রিলা — ও রুদ্রপীড়—
সত্যই কি মোর পুত্র তুই ?

রুদ্রপীড় — মাতা।

ঐন্দ্রিলা — হায়-হায়,—ভাগ্যহীনা আমি
তোরে গর্ভে ধ'রে।

রুদ্রপীড় — মাতা—মাতা—

ঐন্দ্রিলা — না-না—মোর গর্ভে কভু তুই
নিস্‌নি জনম।
'মা' ব'লে ডাকিস্ নি আর
কভু কোন দিন।

রুদ্রপীড় — স্নেহময়ী জননী আমার !
যে শিক্ষা দিয়াছ তুমি আশৈশব মোরে,
আজি নিজে তার হ'লে বিপরীত।
বুঝি এই বিধিলিপি মোর।
নতুবা জননী কেন পুত্র প্রতি
হবেন বিরূপা ?
আমার মঙ্গল নাই।

বঞ্চিত হ'য়েছি আমি মাতৃস্নেহ হ'তে।
যে অভাজন মাতৃস্নেহে নহে অধিকারী
হতভাগ্য সে-ই এ বিশ্ব সংসারে।

প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা তোরে ব্যথা দিতে
আমারও কি নাহি বাজে বুকে ?
মা কি বুঝে না রে সন্তানের মন ?
সব বুঝি—বুঝেও অবুঝ আমি,—
যুদ্ধ ছাড়া আজি মোর অন্য পথ নাই,
শচীই আনিবে যুদ্ধ—তাই শচী চাই।
অশান্ত হৃদযে তাঁর শান্তি দান তরে—
স্বেচ্ছায করেছি গ্রহণ মহাব্রত ভার—
শচী চাই আমার।

(চিত্তদেবের প্রবেশ)

গীত

জীবনদেবের আহ্বান তুই শুনলি না,
শুনিলি যদি চরম বাণী
মরম দিয়ে বুঝলি না,
আত্মা কাঁদে চুপে চুপে তোর পিয়াসে,
প্রাণপ্রদীপের শিখা কাঁদে ব্যর্থ আশে,
মরণ নিলি বরণডালা পায়ে ঠেলে
তুই বুঝলি না।

[প্রস্থান।

ঐন্দ্রিলা স্বামী সুখ লক্ষ্য রাখি
সব আজি ছেড়েছি বিচার।

[প্রস্থান

(বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড়ের পুনঃ প্রবেশ)

বৃত্রাসুর নহ তুমি পুত্র শুধু, রুদ্রপীড়!
বল, বিক্রম, শক্তি তুমি মোর।
তুমি সেনাপতি—
দিতেছি আদেশ, আমি দানবঈশ্বর,
যেথা পাও এনে দাও শচী,—
বাসবমহিষী—।
স্বর্গপুরে যেই ছিল রাণী একদিন,
আজি হবে দাসী সে তথায়।

রুদ্রপীড় পিতা—পিতা—!

বৃত্রাসুর পুত্র, দেখিলে মুখখানি তোর জুড়ায় পরাণ-
কত কথা মনে জাগে—
শুনি যবে তোর কণ্ঠে পিতৃ সম্বোধন—
না-না কর্ত্তব্য কঠোর,—
স্থান নাই স্নেহের এখন।
যাও পুত্র, পিতৃ-আজ্ঞা, মাতৃ-অভিলাষ,
শচী হেথা কর আনয়ন।

রুদ্রপীড় পিতা, পদ গৌরব দিলে যদি—
কেন দাও কর্ম্ম অগৌরব।
শচী অন্বেষণ হীন কার্য,
আমা হ'তে হবে না সম্ভব।

বৃত্রাসুর	পুত্র ! না-না—সেনাপতি !
	সাহস তোমার—
	বিরুদ্ধ আচার দানবেন্দ্র প্রতি ?
রুদ্রপীড়	নহেক সাহস,
	শুধুই মিনতি মোর
	আজ্ঞা তব লহ ফিরাইয়া,
	সৈনাপত্য অর্থ যদি হীন কার্য নিষ্ঠুরতাময়,
	সে কার্য চাহি না আমি।
বৃত্রাসুর	সেনাপতি চাহ না হইতে ?
	হাঃ-হাঃ-হাঃ—
	বুঝিয়াছি হৃদয় তোমার।
	ভীরু তুমি,—শচী অন্বেষণে
	জয়ন্তের সনে পুনঃ যদি বাধে রণ,—
	সেই ভয়ে এতই চঞ্চল ?
রুদ্রপীড়	একি কথা দানব ঈশ্বর !
	জয়ন্তের সনে
	রণে ভঙ্গ কভু দিয়াছি কি আমি ?
	রুদ্রপীড়-জয়ন্তের যুদ্ধ-চিত্র বুঝি—
	মন হতে গিয়াছে মুছিয়া ?
	দেখ নাই, পিতা—
	মম হস্তে দুর্দশা তাহার ?
বৃত্রাসুর	সেই কথা করিয়া স্মরণ,
	পুত্র যুদ্ধে হও অগ্রসর।
	জেনো মনে,

শচী উপলক্ষ্য—
জয়ন্ত উদ্দেশ্য তোমার।

রুদ্রপীড় — তাই যদি তোমার নির্দেশ,
চাহ রণ যদি পুনঃ
জয়ন্ত সংগ্রাম অবশ্য করিব।

বৃত্রাসুর — হাঁ, তাই কর।
জয়ন্তেরে রাখ ব্যস্ত করি,
বানে বানে বিদ্ধস্ত করিয়া—
পথ যত আছে তার
দাও রুদ্ধ করি।

রুদ্রপীড় — যুদ্ধ শুধু পথ রোধ তরে?

বৃত্রাসুর — তার বেশী কি কার্য করিবে?
যোগ্য জনে যোগ্য কার্য ভার
করেছি অর্পণ!
হাঃ হাঃ হাঃ—

[প্রস্থান

রুদ্রপীড় — পিতা-পিতা,—
নাহি জানি কি উদ্দেশ্য তোমার।
অবাধ্য সন্তান কি আমি?
কিম্বা সেনাপতি বিশ্বাসের নহিক যোগ্য
কোন্ পথ মোর?
জয়ন্তের পথ রোধ?
অথবা হরণ বাসব-বনিতা?
না-না—দুই কার্য ভার—

আমারে দিয়াছেন পিতা।
ফলাফল না করি বিচার,
দোষগুণ না করি গণনা !
পুত্র আমি,—মাতৃ-অভিলাষ,—
পিতৃ-আজ্ঞা অবশ্য পালিব।
কার্য যাহা হউক—
রাখিব আদর্শ মহান।

(ইন্দুমতীর পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দুমতী — কোন আদর্শ রক্ষায় চলিযাছ, নাথ ?
শচীরে আনিবে হেথা ?
করিবে সতী অপমান ?
শচী-চিন্তা শেষে তোমারেও
করিয়াছে গ্রাস ?
তাই প্রয়াস বিরাট এই
যুদ্ধ আয়োজন ?

রুদ্রপীড় — পিতৃ-আজ্ঞা,—মাতৃ-অভিলাষ !
কিন্তু শেষ যুদ্ধ এই জেনো প্রিয়তমে।
আর যুদ্ধ বাধিবে না জীবনে আমার !

ইন্দুমতী — কত যুদ্ধ হ'য়ে গেল, কোথা হল শেষ ?
এক রণ নিয়ে যায়
বিভিন্ন কারণে—
অন্য রণ পানে—
যুদ্ধের বুঝি শেষ নাই কোথা !

রুদ্রপীড় বৃথা এ আশঙ্কা প্রিয়ে !
কেন অকারণ উৎকণ্ঠা তোমার চিরদিন ?
ইন্দুমতী বার বার কেন রণ ?
শান্তি কি আসিবে না কোন দিন
এ জীবনে মোর !
দিন যায়—রাত্রি যায়—
উৎকণ্ঠা যে যায় না আমার ।
রুদ্রপীড় চিন্তা ত্যাগ কর গো সুন্দরী !
তুমি আছ যার ঘর আলো করি,
জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার,
কত যে অধিক,—
তুমি কি বুঝ না প্রিয়ে ?
ইন্দুমতী নাহি জানি কেন—
মন মোর নাহি দেয় সাড়া
শুধু ভাবি কোন সে তুচ্ছ কারণ,
যার লাগি শ্রেষ্ঠ যায় রণে ?
রুদ্রপীড় তুচ্ছ কারণেই বাধে যে সমর ।
তুচ্ছ আত্মতৃপ্তি—ক্ষুদ্র মান-অভিমান—
কিন্তু সত্য কথা বলিয়াছ প্রিয়ে,—
দেশ নয়, জাতি নয়,
নহে কোন সুখ সমৃদ্ধি
কিম্বা মহৎ সন্ধান,—
আজি স্বর্গ ধায় রসাতল পানে,
শচী অন্বেষণে, করিবারে সতী অপমান ।

ইন্দুমতী তাই ত তোমারে ছেড়ে দিতে
কভু কোন ন্যায়হীন কাজে,
মনে মোর জাগে যে সংশয়।
প্রিয়তম, ছেড়ে তুমি যেয়ো না আমায়।

রুদ্রপীড আমারও কি মন চায় যেতে ?
ইচ্ছা হয়—ত্যজি রাজ্য, ত্যজি স্বর্গ -
বিলাস ক্ষমতা -
ধরি তব কর,
দুই জনে চলে যাই
কোথা কোন জনহীন
নিভৃত প্রান্তর কোণে,
একান্তে করি বাস
রচি বাসা ভালবাসা দিয়ে,
যেথায় নাহিক হিংসা,
নাহি দ্বিধা,
নাহি কোন দ্বন্দ্ব, দর্প, শকতি,—গৌরব,—
আছে শুধু প্রেমের কুসুমে গাঁথা, -
অপূর্ব সৌরভ।
কিন্তু প্রিয়ে—নাহিক সময় আর।
পিতৃ-আজ্ঞা—আদেশ মাতার—
কর্ত্তব্য মোরে করে আকর্ষণ।
যাই আমি—দাও গো বিদায়।
না-না,—তোলো মুখ, মুছ আঁখি,
কেন ভয়— ?

আবার ফিরিব আমি,
আবার হইবে দেখা।
আবার হাসিবে ইন্দু,
জ্যোৎস্না ভাসিবে ইন্দুর সুন্দর ললাটে।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী — এত কাতরতা কেন আজি ঘেরিল আমায় ?
কেন কাঁপে বুক ?
অন্ধকার কেন চারিদিকে ?
কেন আসে চোখে জল ?
মা—মাগো—কোথা তুমি ?
এসো ত্বরা করি—
আশীর্বাদ কর পুত্রেরে তোমার,
আশীর্বাদ কর কন্যারে তোমার।

প্রস্থান

(চিত্তদেবের প্রবেশ)

গীত

এলো এবার খেলা ভাঙ্গার পালা,
পথের ধূলায় ছড়িয়ে যাবে বরণডালা,
অকূল জলের জোয়ার আসে আঁখির কূলে,
মুছে যাবে রাঙ্গা সিন্দুর সিঁথির মূলে,
ঝোড়ো হাওয়ায় নিভে প্রদীপ ঝরে মালা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্বর্গ

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা সতী অপমান, শচীর লাঞ্ছনা ?
হীন কার্য—
একি হলো হায় !
সব আশা, সব চেষ্টা মোর মিলাল ধূলায় ।
ওরে হীন কার্যে রাজ্য নাহি রয়,—
হরের নির্দেশ ।
রে বৃত্র ! পাপের কল্পনা,
আর পাপ কার্য মাঝে—
কতক্ষণ তোর রহিবে প্রভেদ ?
রুদ্রেশ্বর ! কঠিন বন্ধনে
তুমি বেধেছ আমায় ।
পরিচয় ? পরিচয় যদি নাহি দেই ?
সেদিনও ত রুদ্রপীড়ে দেই নাই প িচয় ।
হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই ভাল—
ইঙ্গিতে বুঝাব তারে জনম রহস্য কথা ;
মহেশের গূঢ় আদেশ ।
পুত্র স্নেহ, পিতার কর্তব্য, সতীর মর্যাদা—
রাজ্যের মহা দায়িত্ব—
কে করিবে রক্ষা ? আমি—আমি— [প্রস্থান

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্রাসুর — কর্ম্মই জীবন যদি—
যুদ্ধ ছাড়া কি কোন কর্ম্ম নাই ?
প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, স্নেহ ?
হায় ঐন্দ্রিলার সহিল না—
জ্বেলে দিল বক্ষ মাঝে প্রদীপ্ত অনল।
পিতৃভক্ত রুদ্রপীড়,—উদার বালক—
গেছে চলি রণে—
জয়ন্তে পরাস্ত করি সম্মুখ সমরে,
যাবে শচী অন্বেষণে।
শচী !—দাসীরূপে শচী চিন্তা বড় কষ্টময়-
ঐন্দ্রিলা ! মন হ'তে শচী রাখ দূরে—
শচী দেবেন্দ্রাণী—
হীন কর্ম্ম নহে ত তাঁহার।

(ত্বষ্টার পুনঃ প্রবেশ ঃ বৃত্রাসুর দেখে নাই)

ত্বষ্টা — হীন কর্ম্ম ? তবে কাহার ?—

বৃত্রাসুর — কাহার ?—আমার ?

ত্বষ্টা — তোর !

বৃত্রাসুর — না—না,—কভু নহে—
নীচ হতে ঊর্দ্ধে স্থান করেছি অর্জ্জন—
নিজ কর্ম্মগুণে,
গুণেরে ভাবে হীন গুণহীন জনে।
সেনাপতি ল'য়ে এসো শচী—
শচী—সে দানবের দাসী !

ত্বষ্টা — বৃত্র !

বৃত্রাসুর — অগণিত দাসীবৃন্দ মাঝে
মধ্যমণি-শচী—হাঃ হাঃ হাঃ
ঐন্দ্রিলা ! শচী আসি আদেশে তোমার
অলক্ত রাগে রঞ্জিত করিবে চরণ।

ত্বষ্টা — বৃত্র !

বৃত্রাসুর — কার যেন পূত চরণের ধ্বনি
কর্ণে মোর করিছে প্রবেশ ?
শ্রবণে পশিছে যেন কার কণ্ঠস্বর ?
হৃদয় কন্দর হ'তে কে যেন কহিছে কথা ?
কার যেন স্নেহাশ্রুবিন্দু—
মোর তরে পড়িছে ঝরিয়া ?
কে তিনি ?
কি সম্বন্ধ—তাঁহায়—আমায়— ?

ত্বষ্টা — আমি রে শুভার্থী তোর।

বৃত্রাসুর — কে কহিল কথা ?
হৃদয়ের লুকান ধ্বনি প্রবেশ গোচর !

ত্বষ্টা — ওরে মোর হারান মানিক !

ত্রাসুর (দেখিয়া) — মনে প্রাণে—প্রতিদিন—
চিন্তা দিয়ে যে মূর্তি গড়েছি,
সভক্তি প্রণাম দিয়ে যাঁরে করেছি ধেয়ান,
এ যে দেখি সেই মূর্তি জাগ্রত হইয়ে—
দাঁড়ায়েছে সম্মুখে আমার !
কে ? কে তুমি ? দাও পরিচয়।

ত্বষ্টা — নয়ন-আনন্দ—ওরে,—
নয়নের ভ্রান্তি কর দূর।
চিনিতে তোর এতক্ষণ লাগে ?
ওরে,—যুগ—যুগ হ'তে
জন্ম হতে জন্মান্তরে—
স্নেহের বন্ধনে বাঁধা মোরা দুই জনে

বৃত্রাসুর — চোখে ত দেখিনি কভু
কোন দিন ত পাই নি দর্শন।
তুমি মোর—

ত্বষ্টা — একান্ত আপন—
সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

বৃত্রাসুর — মন তোমা জানে চিরদিন।
কোন আকর্ষণে উন্মাদ পরাণ—
বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—
তবে তুমি—তবে তুমি—
যা ভেবেছি আমি !

ত্বষ্টা — বৎস ! কেন রে চঞ্চল ?

বৃত্রাসুর — 'বৎস' বলি সম্ভাষিলে মোরে !
তবে তুমি মোর—

ত্বষ্টা — আমি—আমি—হ্যাঁ-হ্যাঁ—

বৃত্রাসুর — পিতা ! তুমি মোর পিতা !

ত্বষ্টা — পুত্র ! পুত্র আমার !

বৃত্রাসুর — পিতা—পিতা—
বুকের মাঝারে তুমি ছিলে অনুক্ষণ,

আসিয়া সম্মুখে—
এত দিনে দিলে দেখা অভাগা সন্তানে।

ত্বষ্টা সে তোরই কল্যাণে।
ওরে,—তোর মুখ চাহি
কোন দিন স্পর্শ দিয়ে দেখি নাই এই মুখখানি-
বিশ্বকর্মা সার্থক কল্পনা—
আয়-আয়—আরও আয় কাছে—
ত্বষ্টা আজি—

বৃত্রাসুর সৌভাগ্য আমার।
বিশ্বকর্মা—ত্বষ্টা,—পিতা—
পিতা !

ত্বষ্টা পুত্র—ত্রিশিরা—
অসুরীর গর্ভে ওরে পরম দেবতা !
ইন্দ্রের নিধন নিতান্ত হিংসার বশে,
অকারণ ইন্দ্রের হিংসা,
জাগলো মোর প্রতিহিংসা—

বৃত্রাসুর হিংসা—প্রতিহিংসা—
তারপর—

ত্বষ্টা তারপর তপস্যা—যজ্ঞ—
অবশেষে শিবের করুণা।
নব দেহে ওরে প্রাণাধিক—
তুই সেই মহেশ-প্রসাদ !

বৃত্রাসুর কে আমি—চিন্তা মর্মদাহী—
এত দিনে হ'লো সমাধান।

হিংসা-প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা মোরে দিয়াছে জনম।
শিব শম্ভু!—হাঃ হাঃ হাঃ
রুদ্রপীড় কোথা তুই?
শচীর সংবাদ কই?
কোথা সে কিঙ্করী দানবের দাসী?

ত্বষ্টা ওরে স্তব্ধ হ—সাবধান—
কিঙ্করী বলিয়া কভু ভুলে,
শচী নাম ক'রো না উচ্চারণ;
সেই ত কারণ
নিষেধ করিতে যাহা মম আগমন।

বৃত্রাসুর আস নাই মোর তরে?
শচীর কল্যাণই তবে কামনা তোমার
দেবতা, তুমি পড়িয়াছ ধরা,
এত ছল হৃদয়ে তোমার?
তপস্যায় ল'ভেছ পুত্র—
ইন্দ্রজয়ী বৃত্রাসুর রূপে—
তবু রাখিয়াছ সকল সহানুভূতি—
দেবতার প্রতি!

ত্বষ্টা নহে দেব-সহানুভূতি,
আমি রে শুভার্থী তোর।

বৃত্রাসুর দেবতা হইয়া তুমি চাহ
অসুর মঙ্গল? হাঃ হাঃ হাঃ

ত্ব·া হ্যাঁ-হ্যাঁ—শচী চিন্তা ছাড়,

কর ত্যাগ নরক-কল্পনা।
অপরাধ উহা, ও যে মহাপাপ।

বৃত্রাসুর — হাঃ হাঃ হাঃ
অসুরে দিতেছ তুমি ধর্ম উপদেশ ?
কিন্তু বল দেখি দেব,
বৃত্রাসুর আমি—কি ধর্ম আমার ?
হিংসা আর প্রতিহিংসা—
দেবের বিরুদ্ধ আচার।
ঐন্দ্রিলা—ঐন্দ্রিলা—শোন—শোন—
কোথা ইন্দুমতী—ওরে আয় ত্বরা করি-
অপূর্ব কাহিনী—বিচিত্র কাহিনী—
পিতার বারতা—
উন্মাদ দেবতা !

[প্রস্থান

ত্বষ্টা — পুত্র, বৃত্র—
ওরে শোন শোন—
ফিরে আয়—ফিরে আয়।
কেমনে বুঝাব তোরে—
স্নেহ মোরে করেছে উন্মাদ
বৃত্র,—পুত্র—
তবু নাহি আসে সম্মুখে আমার,
অনুরোধে না দেয় সম্মতি।
নহে শচী একা—
আমারেও অবজ্ঞা তোর।

এত গর্ব দেব সিংহাসনে ব'সি ?
কে তোরে দিল ও আসন ?
কার তপস্যায় ?
মহাশক্তি করিয়া সংগ্রহ
ইন্দ্রজয়ী কে করিল তোরে ?
দিন পেয়ে সব গেলি ভুলে !
পুত্র আজি নাহি শুনে পিতৃ উপদেশ ।
মহেশ্বর, এই ছিল ভাগ্যে মোর !

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কৈলাস

(নারদ ও নন্দীর প্রবেশ)

গীত

সত্য শিব সুন্দর তুমি চির আনন্দ হে
আদি ও অন্ত মধুর শান্ত তুমি অনন্ত হে
দেবাদিদেব মহাদেব জ্যোতির্ময় হে
পালক তুমি তারক তুমি নির্ভয় কর হে।
অনলে তুমি অনিলে তুমি নীলকণ্ঠ হে
মরুতে তুমি তরুতে তুমি সীমান্ত হে॥

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব — মহা সত্য হইল ধ্বনিত পার্বতীর মুখে।
আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী নারী,—
সেই নারীকুল মধ্যমণি,—
শচী দেবেন্দ্রাণী—
চাহে তাঁর অপমান, অতীব অসম্মান,—
দেব-সিংহাসনে বসি।
রে বৃত্র!
সতীর কটুক্তি করি, করি অপমান,—
হীন কার্য করিলি পামর।

রমণীর রাখিব মান,
সকল সম্মান
ধর্ম্ম সেই জগতে পুনঃ করিব প্রমাণ।

নারদ — যোগীশ্বর ভোলানাথ,
শিব বরে বৃত্রাসুর লভেছে জনম।

মহাদেব — রে বৃত্র!
হরের আশিস ধরিয়া মাথায়—
সে বর ঘৃণিত করিলি।
শচী চিন্তা পাপে
বিশ্ব অপবিত্র করিস অধম!
রে ইহকাল-সর্ব্বস্ব অসুর,
মহাকালে তুই করিলি জাগ্রত।
শূলপানি—কোথা রুদ্রানল শিখা—
জ্বলে উঠ অগ্নি নয়ন—

নন্দী — আঁখির পলকে বুঝি বিশ্ব হয় লয়।
আশুতোষ—আশুতোষ!

নারদ — হে নীলকণ্ঠ!
এ আর বিষ কতটুকু?
সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল যত হলাহল
জগৎ কল্যাণ তরে,
অবহেলে ধরিয়াছ আপনার গলে।
তার কাছে আজ
এক বৃত্র আনিয়াছে কত বা গরল—
যার তরে বিশ্বনাশে উদ্যত ধূর্জটি।

নন্দী — হে জগৎঈশ্বর !
বিশ্বে একা বৃত্র করে না বাস।
কত মহাত্মা, পুণ্যাত্মা মিলি
আজিও তথা করিছে বিরাজ।

নারদ — সত্য দেব, মর্ত্ত্যধামে
এক দধীচি—অম্লান জ্যোতি
বিশ্ব করিয়া উজ্জ্বল
নিত্য জীবে দিতেছেন
পথের সন্ধান।

মহাদেব — ব্রহ্মা মানস-পুত্র !
রে শিব অনুচর।
ভোলানাথ ভুলে নাই
কোন কথা আজ।
ঘটনার পূর্ব হ'তে
চিরদিন সব আছে স্থির
ইঙ্গিতে আমার।
কিন্তু পূর্ণ এবে হয়েছে সময়।
বৃত্রের বিনাশ কাল এসেছে নিকটে।
মিটেছে ত্বষ্টার সাধ—
স্বর্গ সিংহাসনে—বৃত্র—
ইন্দ্র দর্প খর্বকারী—
আজি দানবরাজ।
কে কাঁদে ? কে ডাকে ?
প্রাণের আকুতি ল'য়ে—

কে করে আহ্বান ?
কে ঢালিছে চরণে মোর
যত অশ্রুজল ?
ভুলি নাই—ওরে—
ভুলি নাই তোরে ইন্দ্র আমি।
অপরাধ তোর হয়েছে স্খালন
আয় আয় রে কাছে,
কাতরে ডাকিলে মোরে
কোনদিন কারেও আমি
পারি না ফিরাতে।

নারদ ও নন্দীর গীত

প্রেমে ভরা ক্ষমায় গড়া আমার ভগবান
বসুন্ধরার কলুষ নিতে বিষ করেছে পান,
ললাটে তার ইন্দুলেখা উজল হয়ে জ্বলে
শান্তি ঢালা সুরধনী জটার জালে দোলে,
আপন ভাবে আপনি বিভোর বিশ্বজনের ত্রাণ
এই বসুন্ধরার কলুষ-হরা আমার ভগবান।
কণ্ঠে বাজে ববম্ ধ্বনি সে যে অভয় বাণী—
আঁখি দুটি করুণ মমতায়
মুক্তি সে যে পড়ল বাঁধা নটরাজের পায়,
শুধু বিশ্বদলে গঙ্গাজলে তুষ্ট মন প্রাণ
এই বসুন্ধরার কলুষ-হরা আমার ভগবান॥

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র কে মোরে আকর্ষিছে যেন প্রমত্ত বিক্রমে !
শুনি যেন কার স্নতীব্র আদেশ—
স্নেহ কণ্ঠস্বর,
কে যেন বলিছে মোরে,
অতীব আগ্রহ ভরে,
চলিতে সম্মুখ পথে,
দূরে—বহুদূরে—
সীমা যেথা মিলেছে অসীমে
বিশ্ব বক্ষে শোভে বিশ্বনাথ।

মহাদেব আমারে খুঁজিস তুই ?
নয়ন মেলিয়া ওরে,
দেখ্‌, একবার,—
এই যে আমি
অপেক্ষায় রয়েছি হেথায়।

ইন্দ্র ভক্ত-বাঞ্ছা—কল্পতরু !
প্রসন্ন দেবাদিদেব !
বল—বল—আশুতোষ,
ক্ষমা কি পেয়েছি আমি ?
অপগত পাপ ?

মহাদেব অপরাধ মুক্ত তুই
পূত, পবিত্র, নিষ্পাপ।

ইন্দ্র বিদূরিত হত্যা কলঙ্ক—
সেই মহাপাপ— ?

সার্থক মোর শিব আরাধনা
শিব নামে কি অপার মহিমা !

মহাদেব — ওরে, আমা হ'তে বড় মোর নাম।
নামে ভক্তি—নামে মুক্তি—
নামেই পুরে মনস্কাম।

ইন্দ্র — হে মোর আরাধ্য দেবতা—
পূর্ণ তবে কর মনস্কাম।

মহাদেব — কি তব মানস ?

ইন্দ্র — হৃত রাজ্যে—স্বর্গরাজ্য—
মান—যশ—গৌরব—
অমর আকাঙ্ক্ষিত সব—
মোর পাপে গিয়াছে যাহা
প্রতিটি দেবের।

মহাদেব — পাইবে স্বরগ রাজ্য দেবতা ফিরিয়া,
দেব-সিংহাসনে পুনঃ বসিবে বাসব।
বৃত্রাসুর কাল হইয়াছে শেষ।
তুষ্ট আমি তব একান্ত সাধনে,
ভক্তজন কল্যাণ তরে—
সতত মঙ্গল দৃষ্টি ব্যাপ্ত চরাচরে।
ঐ পুনঃ মোরে করিছে স্মরণ
ভক্তজন আর।
মৃত জনে প্রাণ লভে যাঁর মন্ত্র বলে
প্রার্থনা তাঁহার—
মর-জগৎ হইতে করিয়া উদ্ধার—

দানিতে আশ্রয় এই চরণের তলে।
তাই হবে, ওরে—
তোরই মঙ্গল তরে
যত আযোজন—
এত দিনে হইল পূবণ।

ইন্দ্র কে তিনি?
কাহাব মঙ্গল তরে উতলা মহেশ?

মহাদেব হে বাসব!
কর তুমি নিষ্ঠাবান
শৈব তপস্বী দ্বিজ—
দধীচি সন্ধান।
উপস্থিত হও তাঁর কাছে।
ভিক্ষা আকুতি দিযে লও চেযে
বক্ষ অস্থি তাঁর।
বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা আসি যথা কালে।
নিজেরে করিয়া মুক্ত মায়া পাশ হতে।
নির্মান করিয়া দিবে,
সেই অস্থি দিয়া
মহা বজ্র এক—
অব্যর্থ—অব্যয়—
সেই বজ্র, হে দেবতার রাজা,
বৃত্র বক্ষে করিয়া নিক্ষেপ,
বৃত্রাসুর করিও নিপাত।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র

প্রভু,—প্রভু— !
ফিরাইয়া লহ তব করুণা যতেক।
পাত্রাপাত্র না করি বিচার,
এ কি আদেশ তুমি—
ও গো অন্তর্যামী—
আমারে করিলে প্রদান ?
কোন প্রাণে,—কেমনে—
দধীচি সকাশে গিয়া
বক্ষ অস্থি তার লইব চাহিয়া
বৃত্র বধ তরে ?
দধীচি শুধু নহেন তাপস—
মহামুনি এক,
দেবতার হিতকামী
আশ্রয় দাতা যিনি শচীর আমার,
নিজ হস্তে তাঁরই প্রাণ করিয়া হরণ
তাঁরই দেহ অংশ ল'য়ে
সংহারিব বৃত্রাসুরে ?
না—না—তার চেয়ে—
থাক শচী দধীচি আশ্রমে
চিরদিন তরে।
কাজ নাই স্বর্গ উদ্ধারিয়া।
ভ্রমিব বিশ্বমাঝে ভিখারীর প্রায়
কল্প হ'তে কল্পান্ত সময়,—
তবুও—তবুও—

স্বার্থসিদ্ধি তরে—
পরম হিতার্থী সেই দধীচি নিধন
আমা হতে হবে না সম্ভব।

নন্দী — নহে স্বার্থসিদ্ধি।
মহেশ আদেশ ইহা
কেন যাও ভুলে!

নারদ — দধীচির ঋণমুক্তি
সত্য যদি কামনা তোমার
এই তার সুবর্ণ সুযোগ।
দেহ হ'তে আত্মারে তাঁর
দিয়া মুক্তিদান
পরম ঈশ্বর পদে সংযুক্ত করিয়া
দাও তাঁরে প্রকৃত সম্মান,
তুমি যার একমাত্র যোগ্য অধিকারী।

নন্দী — তপোবলে শ্রেষ্ঠ তুমি,
তোমা সম পুণ্যাত্মা সুজন
ত্রিভুবনে কেহ নাহি আজি এইক্ষণ
যে জন স্পর্শিতে পারে
দধীচি জীবন।

ইন্দ্র — হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু!
নাহি জানি কে বলিবে মোরে,
কোন ভক্তে তুমি করিছ করুণা!
হায় দেব! কেন মোরে
ইন্দ্র ক'রে সৃজেছিলে এই কার্য দিয়া?

নারদ বিধাতৃ বিধান যাহা
তাই মাত্র পথ—
অন্য উপায় নাই।
সকল কারণের হেতু যিনি,
নিবেদিয়া সর্ব কর্ম চরণে তাঁহার.
তাঁরে লক্ষ্য রাখি
উপলক্ষ্য রূপে হও অগ্রসর।

ইন্দ্র কি বলিব? কি করিব?
কর্তব্য কঠোর এত!
হে দেবর্ষি!
উপদেশ তব হৃদয়ে রাখিয়া
শিবাদেশ ধরিলাম শিরে।
কোথা তুমি শচীর আশ্রয়দাতা,
দেবকুল-সুহৃদ তাপস,
ধূর্জটি-পাদপদ্ম সর্বস্ব জীবন,
সুসময় তব এসেছে নিকটে—
শিব নাম কর তপোধন।
যেই দীপে বিশ্ব হ'তো আলোকে উজ্জ্বল,
খড়্গাঘাতে চূর্ণ করি সেই দীপখানি,
নিজ হস্তে দেবরাজ আঁধার করিবে ভুবন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা — ধর্ম গেল, কর্ম গেল,
তপস্যার ধন মোর পর হয়ে গেল।
ঐ সে দুর্গম পার্বত্য পথ,
এই উপত্যকা,
ঐ সেই মহাপুণ্য স্থান,
যজ্ঞ করি যেথা
লভিনু বৃত্রে শঙ্করের বরে।
সব কথা একে একে পড়িতেছে মনে।
হতাশায় ভেঙ্গে গেছে বুক—
শান্তি চাই—
কোথা গেলে শান্তি পাই—

(ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দুমতী — পেয়েছি—পেয়েছি,
বর্ণনার সাথে দেখি অপূর্ব মিলন।
ত্বষ্টা তুমি—
বিশ্বকর্মা—শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

ত্বষ্টা — শ্রেষ্ঠ শিল্পী ?
বহুকাল পরে কে তুমি
সম্ভাষিলে মোরে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলি ?
হঁ্যা, শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিল বটে
আখ্যা একদিন।

ইন্দুমতী — স্বামী ফিরে দাও,
একমাত্র তুমি পার বাঁচাতে তাঁহায়।
চেন নাই মোরে ?
আমি যে তোমার অতি আদরের—

ত্বষ্টা — কে তুমি !
দেখে মনে হয়—
ব্যথিতা বিধুরা, সদ্য অভাগিনী—
স্বামীহারা—
এ কি কেন কাঁদে প্রাণ ?
অয়ি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা, কোথা বাস ?
কোন গৃহের গৃহলক্ষ্মী তুমি—
কার পত্নী ?

ইন্দুমতী — তারে তুমি খুব ভালবাস।
আমি স্বর্গ-রাজ পুত্র-বধূ।

ত্বষ্টা — স্বর্গ-রাজ পুত্র-বধূ !

ইন্দুমতী — রুদ্র-বধূ আমি।
দাও-দাও—স্বামী ফিরে দাও।

ত্বষ্টা — রুদ্রের বধূ তুমি ? রুদ্র নাই ?
আসিয়াছ আমার নিকট

স্বামী-প্রাণ তবে ?
আমি দিব ফিরে ?

ইন্দুমতী — পিতা বৃত্রে ত তুমিই দিয়েছ পরাণ।
শুনিয়াছি—জানি—জানি—
মহাদেব অনুগ্রহ
তোমারই ইচ্ছা মাত্র সদা স্বপ্রকাশ।

ত্বষ্টা — মহাদেব অনুগ্রহ !

ইন্দুমতী — আবার তপস্যা কবি,
শিবের করুণা ল'ভি,
সঞ্জীবিত ক'রে দাও পতির জীবন।

ত্বষ্টা — তপস্যা পুনরায ?
শিবের করুণা ?

ইন্দুমতী — মোরে দাও আয়োজন ভার,
ব্রতী হও যজ্ঞে,
ধরি পায়—
ধুয়াই চরণ তোমার নয়নের জলে !

ত্বষ্টা — কে আসে ধাইয়া ?
বিরাট বিশাল দেহ,
অধঃ উর্ধ্ব প্রসারিত,
প্রতি পাদক্ষেপে বিশ্ব করে টলমল।
কক্ষচ্যুত গ্রহ-উপগ্রহ,
মুখ-গহ্বর হ'তে
বিচ্ছুরিত নিবিড় আঁধার
সৃষ্টি করে গ্রাস।

উরে জটাজুট—রক্ত চক্ষু—
ললাটে অনল জ্বলে
হস্তে কাঁপে সংহারী ত্রিশূল !
মহাকাল—ওযে মহাকাল—
ভয়ঙ্কর, ভৈরব মূরতি !

ইন্দুমতী মহাকাল সম্মুখে তোমার !
মহানিদ্রা ভেঙ্গেছে তাঁহার,
স্বামী পাব ফিরে,
বাঁচায়ে পতিরে মোর বাঁচালে আমায়

ত্বষ্টা কে এই নারী মূর্তি ?
বাসনা প্রতীক ?
কি বলিছ মোরে ?
কুহকিনী—মায়া এর নাম ?

ইন্দুমতী মায়া নহে মোর নাম।
মনে পড়ে সেই দিন,
কুহকিনী বলিলে মোরে
হেসেছিনু প্রতি অনুরাগে—
স্মৃতি কি মধুর !

ত্বষ্টা নিষ্ঠুর স্মৃতিরে তুমি করালে চেতন।
তপস্যা মোর রিপু পূজা তরে ?
মহেশ্বরে চেয়েছি মমতা ?
স্বেচ্ছায় দিয়েছি ধরা—
মোহ মায়াজালে ?
বলিতেছ—মুক্তিদাতার লভেছি সঙ্গ,

ল'ভেছি দুর্লভ সহজ সুযোগ—
তবু মুক্তি আমি চাই নাই—
মুক্তিদাতা পদে।
পুত্রের প্রার্থনা সে যে প্রগাঢ় বন্ধন!

ইন্দুমতী এ কি দেব!
কি কহিছ কারে?
মোরে দেখ—দয়া কর।
পতিহারা আমি অভাগিনী—
তোমারই আপনজন।
কোথা স্বামী?
দাও শীঘ্র তাঁরে—
ফিরে আন—ফিরে আন—
দুইজনে এক সাথে
ও চরণধূলি তব লইয়া মাথায়—
চলে যাই আপন আলয়ে।

স্রষ্টা সেই খেলা!
সেই স্বজনপ্রীতি,
সেই বিরহ ব্যথা,
জীবনসর্বস্ব জ্ঞান—
অজ্ঞান মনের।
বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—
এ যে মূর্তিমতী মায়া—
মুক্তি দাও—
আর ক'রোনা বঞ্চিত এই কৃপা হতে

ঈর্ষার অনলে জ্বলি,
ভুলি মাযার ছলনে,
সাধনা করেছি হায় প্রতিহিংসা তরে !
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—
মুক্তিদাতা—দেব—মহাদেব—
দেবাদিদেব ।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী ফিরে চাও—ফিরে দাও—
স্বামীব জীবনভিক্ষা—
আমার জীবনভিক্ষা—
একটি দিয়ে রক্ষা কর দুইটি জীবন ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

ঐন্দ্রিলা — রুদ্রপীড়—রুদ্রপীড় !
বাধা দিলি যদি সেই দিন,
অবাধ্য কেন হ'লি না আমার ।
ওরে মোর নয়নের মণি !
কেন তোরে না রাখিনু ধরি এই বুকে ?
কোন প্রাণে যুদ্ধে দিনু ছেড়ে ?
জ্বলে গেল— জ্বলে গেল—
বুক যায়—বুক যায় ।
ওরে রুদ্রপীড় বাছারে আমার !
না-না—আমি নহি জননী রে তোর ।
মা কি পারে রে কভু
আপন সন্তানে তার করিতে নিধন ?

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্রাসুর — কোথা হ'তে কি গেল হ'য়ে !
রুদ্রপীড় চলে গেল—
নিহত হইল রণে ।
আজীবন রণ আমি করেছি চালনা—
রণ যে ভীষণ এত ছিল না ধারণা ।

ঐন্দ্রিলা — রণ ভীষণ ?
না—না, রণ—রণ।
ভীষণা আমি, যুদ্ধ পিয়াসিনী।
কে বাধাল যুদ্ধ—আমি।
কৌশল কাহার—আমার।
নিজ স্বার্থে সকলি ভুলিয়া,
স্বামীরে বঞ্চনা,—
পুত্র—পুত্রবধূরে
বিষ বাক্যে জর্জর করিল কেবা ?
পুত্রঘাতিনী—আমি—আমি—এই ঐন্দ্রিলা

(ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দুমতী — ফিরেও দেখিল না।
ত্বষ্টাদেব চলে গেল
দূর শূন্যে হলো অন্তর্ধান।
বুকভরা যত আশা—সব শেষ—
মুহূর্তে হলো অবসান।
ওরে সৌভাগ্যবতী, দানবের ভাগ্যলক্ষ্মী,
কপালে তোর কেন রে আগুন ?

বৃত্রাসুর — হাসি মুখে খেলাছলে
যে আগুন জ্বেলেছিনু
মোরা দুই জনে
স্নেহের দুলালে যায় দিয়েছি আহুতি—
তাহারই বিভূতি মাখি

মর্মে মর্মে বুঝিতেছি
কপালে তোর কে দিল আগুন !
শাস্তি দে—
বিচারে যে আমি অপরাধী ।

ঐন্দ্রিলা ওরে কন্যা—বুকে আয়,
মাব বুকে আয—
তোর স্পর্শ দিযে করিব শীতল
দগ্ধ এই প্রাণ ।

ইন্দুমতী স্বর্গে বসি পাপ আচবণ,
সতী অপমান কবেছিলে,
হ'লো সতী সর্বনাশ ।
ওঃ হো হো—
বিধবার ব্যথা কি ভীষণ !

ঐন্দ্রিলা ওবে শান্ত হ । কর তিরস্কার মোরে ।
কাঁদিলে কি ফিবে পাবি তারে ?
যে যাবার সে গেছে চলে ।

ইন্দুমতী মরে জীব কোথা যায়
আমায় দাও-না মা ব'লে ।
আমি যাব, আমি যাই
মা—মা—দেখ—দেখ—
ঐ যে তিনি দাঁড়ায়ে ওখানে—
মুখে সেই হাসি—
আহা-হা—
কি গভীর আঘাতের চিহ্ন সারা দেহে—

সব যে রক্তে গেল ভেসে।
কি অসহ্য ব্যথা—কি তীব্র যন্ত্রনা—
প্রতি অঙ্গে সহিতেছ তুমি !
আমারে অংশ দাও—
আমি দেখিব, সহিব, বুঝিব—
মরণ-যন্ত্রণা কত ভীষণ তোমার !

ঐন্দ্রিলা — তিন লোক ভয়ে যার কাঁপে থরথর,
সেই বৃত্রাসুর কেন নীরব নিশ্চল ?
জননী যার আঁখিজলে ভাসে,
পুত্রহন্তা যার নাচিছে উল্লাসে,
কেন নাহি করে সেই দণ্ডের বিধান ?
পুত্রঘাতী পাবে না চরম শাস্তি ?
অক্ষমের ক্ষমা-ধর্ম শিখিলে কোথায় ?
কোথা তব সে রণোন্মাদনা—
সে বীরবিক্রম ?
পুত্রহত্যার লহ প্রতিশোধ।

বৃত্রাসুর — উত্তম—সেই ভাল।
এই হলো ভাল।
ক্ষত বক্ষস্থল—
প্রতিশোধ হবে এর যোগ্য প্রলেপ।
দেবকুল করিব নির্মূল।
জয়ন্ত বালক বলি পাইবে না ক্ষমা।
অনুকম্পা দেখাব না কভু
ইন্দ্র প্রতি আর।

হিংসায যার হয়েছে জন্ম,
হিংসা কর্ম, হিংসা ধর্ম—
হিংস৷ মাত্র এক অস্ত্র তাব ।
হিংসা- -হিংসা—
জ্বল—জ্বল বে হৃদয—
হৃদযে মোব নাহি প্রযোজন ।
ওঠ রাণী—আযবে জননী—
দুইজনে দাঁড়া দেখি সম্মুখে আমাব—
নযনের অশ্রু বিন্দুগুলি—
একটি—একটি করি—
বৃত্রাসুব হৃদে
জ্বেলে দিক দীপ্ত দাবানল ।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ।

[প্রস্থান

(দধীচির প্রবেশ)

দধীচি

মহানন্দে পূর্ণ আজি হৃদয় আমার !
এত আনন্দ এলো কোথা হ'তে ?
কে দিল আমায় ?
অন্তর যেন কহিছে কথা
চায় দিতে কোন সে সঙ্কেত ?
শক্তি দাও প্রভু, অসহায় আমি,
প্রণিধান করিবারে তোমার নির্দেশ ।
অধরের ভাষা যত
মূক হ'ক অন্তরের ভাবে,
মুছে যাক বাহির জগৎ,
সেথা দৃষ্টি নাহি চাই
চেয়ে আছি তাই

সর্বদৃষ্টি করিয়া সংগ্রহ,
আপন অন্তর মাঝে
তাঁরে যদি দেখিবারে পাই।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী — প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্।

দধীচি — তুমি সেই শিবভক্ত!
বহুদিন পূর্বে একবার,
দিয়েছিলে দেখা,
নিতান্ত করুণা ক'রে,
দেবতা দর্শন তাই মিলেছে আমার।
আজি পুনঃ শুনাইলে আশার বারতা-
মহাভাগ্য মোর।
কিন্তু সে ভাগ্যের কবে হইবে উদয়,
পঞ্চভূতে দেহ মোর হ'য়ে যাবে লয়,
পূরিবে প্রার্থনা—
আত্মা যেন লভে স্থান
মহেশ্বর পদে—অবিনশ্বর হ'য়ে!

নন্দী — মহাতপোধন! তাই হবে।
নাম ও নামী, আত্মা—পরমাত্মা—
তোমার নিকট—
এক হ'য়ে মিলিবে সকল।
সফল জনম তব,
সার্থক জীবন। [প্রস্থান

দধীচি সফল জনম !
জীবন সার্থক হবে ?
কেমনে—কোন সে উপায়ে ?
দয়া ক'রে ব'লে দাও মোরে ।
কই ? তিনি নাই—কেহ নাহি কাছে—
আছে—আছে—
আছেন দেবতা এক একান্ত নিকটে,
চির দিন পরিচর্য্যা তাঁরে করেছি কেবল—
কায়-মন-প্রাণে—
আজি এ সংশয় মাঝে লইব শরণ ।
কোথা তুমি দেবী ?
মা—মা—পুত্রে বুঝি গেছ ভুলে তুমি ।
একি ! কেন তাঁরে ডাকিতেছি আমি ?
ইন্দ্র-ধেয়ানে আসীনা জননী—
কোথা তুমি দেবরাজ !
উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ নহে আজিও তোমার ?
প্রভু ! কত কাল আর—
আসিবে বলিয়া তুমি—
বৃদ্ধ আমি,
আশায় রাখিব এ কায় ?
শচীরে ফিরায়ে দিব,
ফিরাইয়া দিব দেব কার্য্যভার—
হে ঈশ্বর ।
এ অঙ্গীকার অপূর্ণ কি রহিবে আমার ?

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

কে তুমি প্রভু ?
অপূর্ব মুরতি !
আঁখি যুগে ঝরিছে করুণা,
কৃপা করি দিলে দরশন—
আশ্রম করিলে ধন্য শুভ পদার্পণে।
এ কি ? মুখে কেন নাহি কথা—
অপ্রসন্ন বদনমণ্ডল,
অপরাধ বুঝি করিয়াছি আমি ?.
ক্ষমা কর, দাও পরিচয়,
কহ কুশল বারতা —
ভিক্ষুক কুটীরে কে তুমি দেবতা ?

ইন্দ্র — এত যত্নে বাঁধিলাম বুক,
সত্যে করিব প্রকাশ,
হ'ক সে যতই নিষ্ঠুর,
কিন্তু, হে তাপস—
তোমারে হেরিবামাত্র
সব কেন হ'য়ে গেল ভুল ?

দধীচি — সত্য যাহা—শিব তাহা—
মঙ্গলস্বরূপ,
অসংকোচে বল তুমি—
কি সে সত্য—
সত্যের সাধনা জীবন উদ্দেশ্য মোর

ইন্দ্র — ক্লান্ত, কাতর ব্যথিত এ হিয়া,

তবু নিরুপায় আমি।
দয়া করে, হে সাধু,
আরো কিছু দাও হে সময়,
তোমারে হানিতে সেই চরম আঘাত।

দধীচি বুঝিয়াছি, কি এক জ্বালায়—
তব জ্বলিছে অন্তর,
কিন্তু অন্তর ত আপনার ধন ;
জ্বালা বাহিরের।
বাহির করেছি দূর বহুদিন হ'তে.
অন্তর শুধু রেখেছি আপন।

ইন্দ্র তুমি যাহা পারিয়াছ.
তাহা অসাধ্য জীবের।
বাহির ও অন্তর মাঝে
কোথা বা প্রভেদ তোমার ?
হে পরহিতব্রতী.
হে তাপস, হে সাধক,
হে দধীচি—ইন্দ্র আমি।

দধীচি শচীপতি তুমি !
এসেছ আজিকে—
হয়েছে সময় ?
উমেশের পেয়েছ বর ?
বিশ্বেশ্বর, করুণা-নিধান—
ভিক্ষুক কুটীরে—
এক সাথে বাসব-ইন্দ্রাণী !

কোথা তুমি মাতা,
ধ্যানের দেবতা তব—
ইন্দ্র আনন্দিত তুমি দেখিয়া আমারে ?
দধীচি মহানন্দে পূর্ণ আমি।
আজি সূর্যোদয়ে
যবে দেবে নিবেদিনু প্রথম প্রণাম,
অপূর্ব এক জ্যোতিরশ্মি
বক্ষ মোর করিল পরশ—
তৃপ্ত হ'য়ে লভিনু অপার শান্তি আপনার চিতে
তখন ত জানি নাই
বক্ষে উঠিল বাজি কি শুভ সংকেত !
ইন্দ্র হে তপোধন !
তপস্যার পুণ্য বলে,
চিরদিন বহু হিত করেছ সাধন—
তুমি সত্য, শিব সত্য ;
সত্য আমি অতীব নিষ্ঠুর।
দধীচি তুমি নিষ্ঠুর !
ইন্দ্র শুন ঋষি,
বৃত্রাসুরে জিনিতে সমরে,
অমরের অমরাবতী করিতে উদ্ধার,
রত হনু হরের তপস্যায়।
সন্তুষ্ট হইয়া দেব মম কৃচ্ছ্র সাধনে,
যেই বর করিলেন দান,
তাহা আছে—

হে পর-হিতে উৎসর্গ-জীবন,
তোমারই নিকট।

দধীচি আমার নিকট !
আমি বনবাসী, তাপস, ভিক্ষুক।

ইন্দ্র কে ভিক্ষুক ?
নহ তুমি—
আমি—আমি।

দধীচি হে ত্রিদিব-অধিপতি—
তোমারে ভিক্ষা দিব আমি ?
না—না, বুঝি বা—
ভুল তোমার হয়েছে বাসব।

ইন্দ্র ভুল যদি হ'তো,
সেই হ'তো ভাল।
কিন্তু সত্য এত কঠিন হইয়া
দেয় নাই দেখা জীবনে আমার।
তুমি মোরে দিয়েছ অনেক—
তাই আরো চাই।

দধীচি কে আমি ? কি দিয়েছি ?
কতটুকু শক্তি মোর ?
যাঁর কার্য করিছেন তিনি—
তুমি, আমি—উপলক্ষ্য শুধু।
না-না—কাতরতা কর পরিহার।
বল মোরে,
অতীব ব্যাকুল আমি,

পারি না কি সাহায্যে কোন করিতে উপায় ?
দেব-কার্য তরে ধরি এ জীবন,
হলে প্রয়োজন,
দেব-কার্য তরে,
অনাযাসে দিব বলি
এ তুচ্ছ জীবন।

ইন্দ্র — কি বলিলে ঋষি ?
সত্য, প্রাণ দিবে
দেবের কারণ ?

দধীচি — কেন নয় ?
দেবতার পূজা তরে এ দেহ ধারণ,
দেহ দ্বারা যদি হয় সে পূজা সাধন,
সে ধর্ম কেন না আচরিব ?
বল দেব, সত্য বল—
প্রাণ মোর লাগিবে কি কোন উপচারে ?
একি—কেন নিরুত্তর ?
কেমনে প্রসন্ন করিব তোমা ?
কোন মন্ত্র করিব সাধন—
কিম্বা এ শরীর-পাতন—

ইন্দ্র — শরীর-পাতনই নহে উদ্দেশ্য আমার—
আরো চাই আমি।

দধীচি — আরো কি চাও দেব ?

ইন্দ্র — ঋষি !
দধীচি-পতনে হবে দেবের উত্থান।

তুমি মাত্র ভরসা দেবের বিপদের দিনে।
একদিন দেব-বৈদ্যে তুমি
প্রাণমন্ত্র করেছ প্রদান ;
একদিন শচীরে তুমি দিয়েছ আশ্রয় ;
আজ নহে এক শচী
অথবা দুইজন অশ্বিনীকুমার।
প্রতিটি দেবতা তোমার ল'য়েছে শরণ।
তাই আমি আসিয়াছি,
প্রসারিয়া হস্ত জেনো ভিক্ষা চাহিবারে—
ভিক্ষা দাও মুনিবর।

দধীচি — কি আছে আমার !
ভাগ্যগুণে কিছু যদি থাকে,
বল দেবরাজ—
অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হই আমি।
ইন্দ্রেরে গ্রহীতা রূপে পাইব কোথায় ?

ইন্দ্র — ঋষিবর !
তোমারে আজিকে তুমি
দিয়ে দাও মোরে
পরিপূর্ণরূপে।
দাতা নাম তব হইবে অক্ষয়—
যত দিন চন্দ্র সূর্য রহিবে আকাশে।

দধীচি — কি করিব দান ?

ইন্দ্র — তোমারে আজিকে তুমি
কর মোরে দান।

বৃত্র সংহারের তরে,
স্বর্গ করিতে উদ্ধার,
কর মোরে দান—
ঐ বক্ষ অস্থিখান।

দধীচি বক্ষ অস্থি মোর ?

ইন্দ্র অস্থিতে মহাবজ্র এক হইবে নির্মাণ,
নির্মাতা যাহার—
ত্বষ্টা-বিশ্বকর্মা হইবেন নিজে।
কহি সব শিবের আদেশে,
বলেছি ত, মহেশ প্রেরিত আমি।

দধীচি ইন্দ্রদেব এসেছেন মহাদেব আদেশে,
মর্তের মানুষ আমি, আমার সকাশে।
দেবতা অসুর মাঝে তুচ্ছ মানব !
মহতের হিত আর দুষ্টের দমন,
বিশ্বেশ্বর ! তুমি দিলে তার মাঝে—
আমার আসন !
এ যে স্বপ্ন মোর, প্রভু,
এরই তরে হৃদয়-বেদনা ?
এত কাতরতা সামান্য এক মানবের তরে ?

ইন্দ্র ওগো মহামতি ! মহাপ্রাণ !

দধীচি জীবনের স্রোতধারা—
প্রতিটি পলক পাতে হইতেছে ক্ষয় !
সেই ত' সার্থক জন্ম—
নিস্বার্থ মোক্ষের পথ যে লভে সন্ধান।

নন্দী ! মহেশ কিঙ্কর !
ধন্য তুই,
প্রভু ইচ্ছা তোরই কণ্ঠে
মূর্ত হ'য়ে উঠিল আমার।

ইন্দ্র — হে শ্রেষ্ঠ সাধক ! পূজারী সত্যের,
প্রভু ইচ্ছা এই জেনেছ নিশ্চয় ?

দধীচি — নর জন্ম লভে জীব বহু পুণ্য ফলে ।
সুদুর্ল্লভ নরজন্ম হইবে সার্থক,
শিব-হে, তোমার কৃপায়।
তুচ্ছ দেহ, অতীব নশ্বর,
মোর কাছে চিরদিন অবহেলা পেয়েছে কেবল,
আজি দেখি এ যে এক অমূল্য রতন,
দেব প্রয়োজনে নিয়োজিত হবে ।

ইন্দ্র — হে দধীচি, ত্যাগী শ্রেষ্ঠ, যোগীবর !

দধীচি — অবশ্য ত্যজিব দেহ,
দিব অস্থি দেবতার হিতে,
অসুর নাশিতে।
এ নহে দুঃখ কভু
নহেক মরণ আমার ;
দেব আশীর্বাদ ইহা
জীবন সমান।
কোথা তুমি ভগবান
প্রেমময় করুণা-নিধান—
শিরে মোর রাখ তব চরণকমল—

পূর্ণ কর, সার্থক কর—
পদ্মপত্রে নীর সম—
মানব জীবন।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়
কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানম্
ত্বং গতি পরমেশ্বর॥

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কৈলাস

(নারদ ও নন্দীর প্রবেশ)

গীত

নারদ ও নন্দী অনল হ'লো হোমের আগুন শুচি
তোমার তপোবলে,
মন্ত্রে সাধা মহেশ বাঁধা হে দধীচি
তোমার আঁখিজলে,
মৃত্যু নিলে বরণ করি দেবের লাগি
হে বৈরাগী—
মৃত্যু-জয়ী মানুষ তুমি, হে বৈরাগী
জীবন হবির অর্ঘ্য ল'য়ে
আত্মা-প্রদীপ জ্বলে ॥

নারদ কি হেরিনু মূর্তি অপরূপ !
ব'সি যোগী ধ্যান-স্তিমিত-লোচন,
প্রশান্ত শান্তির জ্যোতি বদনমণ্ডলে,
ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা সম্মুখে পড়েছে ঢলে,
যুক্ত করে ভঙ্গিমা প্রকাশ—
খুঁজিছে রাতুল চরণ বুঝি,
নিবেদিতে সভক্তি প্রণাম,
ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ

ক্ষীণ শোণিতের ধারা
গণ্ডোপরি পথহারা—
চিহ্ন মাত্র রেখেছে আঁকিয়া।
হে নন্দী, দেখেছ কি তুমি
সাধক আত্মা কেমনে ছেড়ে যায় দেহ?

নন্দী — ইচ্ছা মৃত্যু কবিয়া বরণ
মহামুনি তপোধন
অমরত্ব ক'রেছেন লাভ
এ মহী মণ্ডলে।
স্বার্থত্যাগে থাকে যদি
কোন পুণ্য কভু,
হে দধীচি, তোমা হতে পুণ্যবান
জন্মেনি জগতে।
পবেব সেবায
দিয়া আত্মবলিদান
দেখালে জগতে তুমি
অভিনব পথেব সন্ধান।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব — হে নিষ্কাম-যোগী—
পর-হিতে-উৎসর্গ জীবন!
দেবের কল্যাণে
অবহেলে ডালি দিলে প্রাণ,
চাহিলে না কোন প্রতিদান!

কৈলাসপতি জগৎঈশ্বর আমি,
করি বর দান,
এই তনু ত্যাগ তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে।
তব বংশে জনমি
মহর্ষি দ্বৈপায়ণ
বসিয়া ঐ আশ্রম মাঝে
রচিবেন অমর ভারত কথা
মৃত জন যাহে পাইবে পরাণ।
ভারতের পুণ্যভূমি 'পরে
দধীচিতীর্থ ঐ
হইবে জগতে খ্যাত—
নিস্বার্থ মোক্ষের পথ—
বদরিকাশ্রম নামে।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রান্তর

স্রষ্টা — শিব মঙ্গলময়, শিব কল্যাণময়।
কি শুনিলাম—কি দেখিলাম—
কেন এই আধো আলো—আধো ছায়া ?
দিয়ে কেন দাও না আমায় ?
কোন সে পূজা উপচার ?
কার হাতে আছে পরিত্রাণ ?
কেন এই অর্ধলব্ধ জ্ঞান ?

(নারদ ও নন্দীর প্রবেশ)

নারদ — নিয়মের বিরুদ্ধ আচার
প্রকৃতি নাহি সহে—
চিত্ত মাঝে তাই দেখি
বেধেছে সংঘাত।

স্রষ্টা — কে যেন আমারে খোঁজে ?
দেখেছি, চিনি তারে—
তবু যেন জানি না কিছুই।
কি যেন আমারে দেয়,
আমি দেই ফিরাইয়া তাহা
ভিন্ন অন্য রূপে।

কে যেন কাঁদে,
শান্তি পাই আমি।

নারদ — হিংসা জাগি কেমনে
উন্মত্ত করে মহৎ হৃদয়
আপনার মধ্যে ভুলে
বিশ্বকর্মা সৃজেছিল সেই মূর্তিখানি।

নন্দী — সেই মূর্তি এবে
রত্নাকরের অতল গহ্বরে
বিসর্জিত নিমর্জিত প্রায়
শুভ লগ্নের হইল উদয়।

ত্বষ্টা — কেন এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান ?
বিরাট প্রস্তরখণ্ড হেথা
করিয়া স্থাপন,
আমারে আড়ালে রাখে,
পেয়ে তাই আবার হারাই।

গীত

নারদ ও নন্দী — যোগী হে,
কে কর হৃদয়তীর্থ আলো,
মেঘ জটাজালে শোভিত শিয়রে
আধো চন্দ্রমা জ্বাল।
মহা আনন্দে বিভোর কায়
ভাবের গঙ্গা উছলি যায়
কাল ভুজঙ্গ অবশ চায়
গরল পিয়ে কে সুধা ঢালো।

ত্বষ্টা — দেবদূত ও দেবভৃত্য দেখি
সম্মুখে আমার।
এসো-এসো—ওগো সহায়—
না-না—আর ভুল বুঝিব না,
স্বার্থ লয়ে মাতিব না,
আর না লঙ্ঘিব কভু
শঙ্কর আদেশ।
আজো সেই অবসন্ন,
হাত ধরি তুমি লবে না আমায়?

নারদ — হাত ধরি তোমারে লইবেন যিনি
তিনি ঐ সম্মুখে তোমার।

নারদ ও নন্দীর প্রস্থান

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র — তোমারই মিলন আশায়,
বহু আকাঙ্ক্ষায়,
ভ্রমিতেছি খুঁজিয়া তোমায়।
অনুরোধ মোর—
ভুলে যাও পূর্ব কথা যত।
তোমারে মোর অতি প্রয়োজন,
সকল দেবের কারণ।

ত্বষ্টা — সেই চেনা মুখ!
তুমি? তুমি,—ইন্দ্র।
কোন সে অর্ধলব্ধ জ্ঞান?
কত ব্যথা দিয়েছি—

আবার পেয়েছি তোমার হাতে,
কত দেওয়া-নেওয়া
এক সূত্রে গাঁথা—

ইন্দ্র আজো তার ঘটেনি সমাপ্তি।
আরো নেব, আরো দেব ;
বহুব্যথা এখনও গচ্ছিত,
পরিশোধ ক'রে দিয়ে সব
তবে মোর শেষ।
ব্যথা দিতেই বুঝি জনম আমার।
কি ব্যথা যে দিলাম আমি—
সেই একজনে,
আমা হ'তে যাঁর—
দয়াময় ভগবান,
কত দিনে দুঃখের হবে অবসান!

ত্বষ্টা কেন চোখে জল ?
দেখ, আমি আজ নাহি কাঁদি—
আত্মজন স্মরি—
পূর্বস্মৃতি সব বিস্মরণ,
কিছু নাহি মনে
দিবসে নিশার স্বপন।
ছিল বটে একদিন
যেই দিন পারি নাই ঠেলিবারে দূরে
মোর পুত্রে—বৃত্রাসুরে—
বিধির বিধান করি অবহেলা,

পিতা পুত্রে হয়েছে মিলন ;
মায়া মোরে দেছে পরাজয় ।

ন্দ্র — সেই পরাজয় আনিয়াছে
আজিকার জয় ।
এ জয় তোমার জয়,
দেবতার জয় ।

ত্বষ্টা — ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—
বাসব দেবেন্দ্র,
দেবতার মধ্যে এই হিংসা পরায়ণে ।
দুর্বুদ্ধি আমার—
প্রতিহিংসা ল'য়ে প্রাণে
গেনু হিংসা রুধিবার ।
অনুতাপের এই অশ্রুজল
পূত মন্দাকিনী ধারা সম
হৃদয় তব ক'রেছে নির্মল ।
দেব-ত্বষ্টা,—বিশ্বকর্মা—শ্রেষ্ঠশিল্পী
কেন ভোল কার্য আপনার ?
দেবের মুক্তির ভার তোমার উপর ;
তব হস্তে আছে পরিত্রাণ ।

ত্বষ্টা — পরিত্রাণ ? সেই অর্ধলব্ধ জ্ঞান !
মোর হস্তে আছে পরিত্রাণ ?
কিন্তু, কি কার্য সেই ?
কার্য দাও মোরে ।
বিশ্বকর্মা আকুল আজিকে—

নব স্বষ্টি লাগি।
ধৌত করি অতীত কালিমা,
নির্মল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
নেত্র আগে হ'ক উদ্ভাসিত।
দাও, পূর্ণ কর—
সেই অসম্পূর্ণ—
সেই অর্ধলব্ধ জ্ঞান।
কি কার্য ?

ইন্দ্র বজ্রস্বষ্টি।

ত্বষ্টা বজ্র ! সে ত অস্ত্র।
কি উদ্দেশ্য তাহায় ?

ইন্দ্র বৃত্রের নিধন।

ত্বষ্টা বৃত্রের নিধন ?
কি বলিছ হে বাসব !
সংহারিতে আপন সন্তানে
স্বজিব আয়ুধ ?

ইন্দ্র এই তব শাস্তি।
করি অনুমান—বিধাতা বিধান !

ত্বষ্টা এই শাস্তি।
বিধাতা বিধান।

ইন্দ্র শঙ্কর আদেশ ইহা—
ধ্রুব, সত্য জানিও নিশ্চয়।

ত্বষ্টা হায় প্রভু !
বৃত্র নাশ তরে

বধোপায় করিয়া নির্ণয়,
আমারে করিলে প্রধান,
বজ্র নির্মাণের ছলে।
উত্তম, অতি চমৎকার,
হয়েছে যথার্থ বিচার।

ইন্দ্র	তুলাদণ্ডে মাপা তার সূক্ষ্ম বিচার
নিখিল বিশ্বে চিরদিন।
শীঘ্র কর, পাল দেব শঙ্কর আদেশ।

ত্বষ্টা	করিব, পালিব, অবশ্য মানিব।
কে পারে করিতে রোধ বিধির বিধান?
বজ্রসৃষ্টি—বজ্রসৃষ্টি!
বিশ্বকর্মা বজ্রসৃষ্টি!
সেই অসম্পূর্ণ—সেই অর্ধলব্ধ জ্ঞান!
কৈ,—কোথা উপাদান?

ইন্দ্র	আছে—আছে মোর কাছে।

ত্বষ্টা	কি দিয়ে সৃজিব বজ্র?
পিতা হ'য়ে পুত্রে মৃত্যু দিব—
বিচিত্র—অদ্ভুত!
সামান্যে হবে না দেব,
অসামান্য সামগ্রীর কোন
জান কি সন্ধান?

ইন্দ্র	কি চাহি তোমার?

ত্বষ্টা	বিশীর্ণ, বিশুষ্ক, নিরস, কর্কশ—
কোমলতার নাহি কোন স্থান।

হৃদয ফেলিয়া দূরে,
আবরণ তার—শুধুই কঙ্কাল—
অস্থি—শুষ্ক অস্থি—রক্ষ অস্থি।

ইন্দ্র
ক্ষ অস্থি।

ত্বষ্টা
হাঁ—হ্যাঁ—মর্মছেঁড়া শুষ্ক অস্থি—
বক্ষ অস্থি,
পূত অস্থি, শক্তি অস্থি—
অস্থি পবিত্রাণ—
সহ অর্ধলব্ধ জ্ঞান।

ইন্দ্র
বিধাতা বিধানে, রূপ বিবর্তন!
যথায় যেথায় দেখি
তাহারই নির্দেশ উঠিছে ফুটিয়া।
অস্থি আমি রেখেছি যতনে,
বক্ষ মাঝে আপন বসনে,
ধর ত্বষ্টা, লও বিশ্বকর্মা,
বজ্র কর হ' নির্মাণ।

ত্বষ্টা
তুমি দিবে—আমি নিব—
আবার ফিরায়ে দিব ভিন্ন অস্ত্ররূপে।
জন্ম যার মোর অশ্রু জলে,
নিজ বজ্রে তারে করিব সংহার।
ধ্বংস তার অনিবার্য—
লয়-কর্তা নিজে যার করেন বিধান।
অস্থি! অস্থি কোথা পেলে দেব?
বলেছি ত, পূত অস্থি চাই।

ইন্দ্র — পূত অস্থি এ,
পবিত্র মহান,
এ হ'তে পবিত্রতর—
মহাদেব জানে না সন্ধান।

ত্বষ্টা — কার অস্থি এ?

ইন্দ্র — কার অস্থি?
মায়া নাই, নাহিক মমতা,
চিন্তা, কর্ম, ধ্যান ও ধারণা,
এক সূত্রে গাঁথি,
ক'রেছেন যিনি আজীবন মহেশে অর্চনা
দেহ যাঁর ছিল শুদ্ধ আত্মার মন্দির
অন্তরে বাহিরে যাঁর ছিল না 'ক ভেদ,
জীবন ও মরণ যাঁর উভয়ই সমান,
সেই শৈব তপস্বী দ্বিজ,
ইচ্ছা মৃত্যু করিয়া বরণ —
দেবের কল্যাণে নাশিতে অসুর,
পূত অস্থি ক'রেছেন দান।

ত্বষ্টা — শৈব তপস্বী দ্বিজ
কেবা আছে আর শ্রেষ্ঠতর—
দধীচি হইতে?
আদর্শ সাধক।

ইন্দ্র — দধীচির অস্থি এই!

ত্বষ্টা — হায় দধীচি! ওঃ হোঃ হোঃ
মানব নহ তুমি দেবতা প্রধান।

আমি কি স্পর্শিব উহা,
হিংসার কল্পনা মোরে
করেছে অশুচি !

ইন্দ্র — এতক্ষণ কি বুঝালাম তবে ?
মহেশ আদেশে তুমি
আজি অমরা-রক্ষক—
ত্রাণকর্তা—
তুমি পুণ্যবান !

ত্বষ্টা — পুণ্যবান-ত্রাণকর্তা
ঐ মহাতপা মহামুনি।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাহা
আছিল আমার,
মোর হ'য়ে, হে দধীচি,
তুমি গেছ করি,
দিয়া নিজ প্রাণ বলিদান।
দাও-দাও—
অস্থি তুলে দাও মোর হাতে।
দধীচির অস্থি এই—
বিদূরিত করিবে বিশ্বের
দ্বেষ হিংসা যত।
মহাবজ্র—মহাবজ্র—
বিশ্বকর্মা পেয়েছে কর্ম—
না—না—এ যে মোর—
কর্মফল—কর্মফল। [প্রস্থান।

ইন্দ্র সর্বকর্ম সার—তপস্যা আমার—
তুমিই তার দিয়েছ সন্ধান।
ত্বষ্টা—বিশ্বকর্মা—
তুমিই কারণ দেব—
যার তরে পুনঃ আমি হয়েছি নিষ্পাপ,
লভেছি সত্যের সন্ধান।
মদদর্পী বৃত্রাসুর!
জীবিত তুই ততক্ষণ—
যতক্ষণ নাহি হয়
বজ্রের সৃজন।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

হিমালয়

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্রাসুর

রুদ্রপীড়, রুদ্রপীড় !
জয়ন্ত—জয়ন্ত— !
একজন নাহি দিবে দেখা কোনদিন
অন্যের কেন পাই না সন্ধান ?
পুত্রহত্যা করি কোথায় লুকাবি তুই ?
বিশ্বমাঝে বৃত্রের অগোচর কোন স্থান
অসুর কৃতান্তরূপে—
বৃত্র আজি পশ্চাতে রে তোর।
প্রতিজ্ঞা আমার কভু হয় না বিফল।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র

অবশ্য হইবে বিফল।
দেবেরে কেমনে পাইবি রে তুই,
ওরে-রে অসুর।

বৃত্রাসুর

হাঃ হাঃ হাঃ
তোরে যেমনে পেয়েছি সম্মুখে।
এক আঘাতে আমি—
পিতা পুত্র উভয়েরে করিব সংহার।

ইন্দ্র নহি আমি ইন্দ্র আজি,
শিয়রে দাঁড়ায়ে তোর সাক্ষাৎ শমন !

বৃত্রাসুর রাজ্যহারা গৃহহারা যেই
তার দম্ভ এত—হাঃ হাঃ হাঃ
শোনরে ভিক্ষুক—
শিব শম্ভু দিয়েছেন বৃত্রের জীবন,
মৃত্যু মোর নাই।

ইন্দ্র রে দানব !
দানব অমর নহে,
অমর দেবতা।

বৃত্রাসুর নহে বৃত্রের নিকট।
শোকানলে জ্বলে বুকে,
প্রতিহিংসা চাই
লব প্রতিশোধ !
বল, কোথা পুত্র তোর
পুত্রহারা যেই করিয়াছে মোরে ?

ইন্দ্র পুত্রহারা ?
মাত্র এক পুত্রহারা—
তাই জ্বলে বুকে ?
ভেবেছিস কোন দিন,
তুই হ'তে কি না হারায়েছি আমি ?
গেছে সব—
সর্বহারা মোরে ক'রেছিস তুই।

বৃত্রাসুর সত্য যদি তাই,

কোন সাহসে মূর্খ,
আসিস্ পুনঃ সম্মুখে আমার ?

ইন্দ্র নহে মাত্র পুত্রহহারা—ওরে মূঢ়,
সমুচিত শাস্তি কভু তোর।
কতক্ষণ তুই রহিবি জীবিত,
শিবের আদেশে নির্মিত,
বিশ্বকর্মা-সৃষ্ট মহাবজ্র প্রহারে ?

বৃত্রাসুর বিশ্বকর্মা ক'রেছেন বজ্রের সৃজন,
শিবের নির্দেশে ?
মিথ্যা—মিথ্যা—কভু নহে।
শিব শম্ভু সৃজেছেন মোরে—
বিশ্বকর্মার তপস্যার ধন আমি।

ইন্দ্র সেই মায়া !
আমি শ্রেষ্ঠ—এই স্বার্থবোধ—
এই মায়া ;—
একদিন বিপথে মোরে নিয়েছিল টানি।
বিশ্বকর্মা কর্মভ্রান্তি যাহার কারণ,
আজি দেখি পুনঃ সেই ভুলায়েছে তোরে।
আয়—মোর হস্তে আছে পরিত্রাণ।

বৃত্রাসুর ত্রিজগৎ কাঁপে যার ত্রাসে
তার পরিত্রাণ আশে—
আসে পথের ভিক্ষুক !

ইন্দ্র এত দম্ভ তোর !
ওরে-রে—অসুর !

অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য অপরাধী !
সমর পিপাসা তোর—
চিরতরে মিটুক এবার।

বৃত্রাসুর — ওঃ কি ভীষণ,
দুর্মদ অস্ত্র ঐ—

ইন্দ্র — বজ্র এর নাম,
তোর ভাগ্যে এই পরিণাম। (বজ্র নিক্ষেপ)

বৃত্রাসুর — ওঃ হোঃ হোঃ
পারি না—পারি না—
হ'লো না—হ'লো না—
প্রতিহিংসা অপূর্ণ রহিল।
রুদ্রপীড়—রুদ্রপীড় !
পুত্র—পুত্র !

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা — পুত্র-পুত্র—
ক্ষমা কর—মোরে ক্ষমা কর

বৃত্রাসুর — ক্ষমা ?
তপস্যার ধনেরে তুমি
বজ্র হান বুকে ?
আমা হ'তে ইন্দ্র হলো
তোমার আপন ?
স্নেহময় পিতা বটে তুমি !

ত্বষ্টা — ওরে পুত্র—ওরে বৃত্র !

যে মহান জনম তুই
করেছিস লাভ—
সেই মহান মরণ তুই
করিলি বরণ—
সেই শিবের করুণা—
আর তপস্যা দেবের

বৃত্রাসুর — তাহে কি লাভ বৃত্রের ?

ত্বষ্টা — এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর ?

ইন্দ্র — আমি—আমি দিব।
ওরে বৃত্র !
বিশ্বের লাভ তুই।
অন্ধকার মূর্তি পরিগ্রহী.
সত্যের অরুণালোক দেখালি জগতে।
দধীচির ত্যাগ-ধর্ম.
স্তম্ভ হ'য়ে সুউচ্চে করিলি ধারণ।
ওরে মহাবীর্যবান—ত্রিভুবন ত্রাস—
হিংসা রূপে লভিয়া জনম,
অভয় পথের সেতু করিলি নির্মাণ।

ত্বষ্টা — সত্য—সত্য—
তুই মোর কর্মফল,
তুই মোর শাস্তি,
তুই মোর শান্তি—
আঁধার হৃদয়ে তুই আলোর বিকাশ।
স্নেহ গেছে, গেছে প্রীতি,

তোরে আশীর্বাদের আর নাহি অধিকার
সর্বনিয়ন্ত্রা সেই মহাদেব পদে
প্রার্থনা কেবল, একান্ত মিনতি—
যেথা হ'তে দিয়েছিলে প্রভু,
সেথা লও ফিরে।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব — তাই আয়—তাই আয়—
আয় ফিরে পুনঃ মোর পায়।
ওরে, কেউ নহে কারো—
আমিই সবার।
এক জন্ম ভুগেছিস তুই
যাহার ইচ্ছায়—
তারও যে হৃদয়ে আমি।

(নন্দী ও নারদের প্রবেশ)

নন্দী ও নারদ — জয় দেবাদিদেব
মহাদেব, ভোলানাথ, আশুতোষ!

মহাদেব — ভক্তি কই? ভক্ত কই?
কে নিবিরে মোর ভালবাসা?
নিষ্কাম সাধক হ'—দেহধারী যত।
সাধনার যন্ত্র দেহ
ভুলিস না-'ক কেহ।
যে করে সাধন
সে মোর হৃদয়-রতন,
তার ধ্বংস নাই কোনদিন।

দেখ চেয়ে মোর বুকে,
দধীচি,—মর্তের মানব,
ধরারে অমরা সাথে করিয়া সংযোগ,
কেমন হাসিছে বসি—
অপার্থিব স্ববিমল
স্থধামাখা হাসি।
এই তৃপ্তি নে, এই শান্তি নে—
নিজেরে বিলায়ে দিয়ে,
ত্যাগ-ধর্ম করি উদ্‌যাপন,
মনে প্রাণে সত্য পথ ধ'রে—
মোর বক্ষ কর রে গ্রহণ।

বৃত্রাস্থর — জয় পরমেশ্বর—জয় ব্যোমকেশ !

মহাদেব — শান্ত হ'।
তুই হ'তে শান্ত হ'ক জগৎ পরাণ।
মম বরে, নভস্থলে,
মুক্ত বায়ু পথে কর অধিষ্ঠান।
বক্ষে ধরি চকিত চপলা—
নবীন জলদরূপে বিশ্বে চিরদিন,
স্নেহধারা সম বারিধারা করিয়া বর্ষণ—
রসময়, প্রাণময়, মধুময়—
ক'রে তোল সর্ব চরাচরে।

(সকলের মহাদেবের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ)

॥ যবনিকা ॥